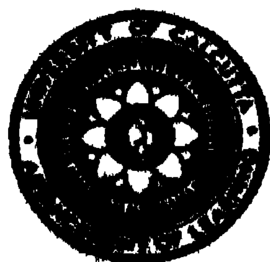
বাঙ্গালা রচনাভিধান

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সঙ্কলিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০

মূল্য—তিন টাকা আটআনা

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA

1720B.—October, 1950—E

সূচীপত্র

৩। দ্রাক্ষা ম্লানমুখী জাতা শর্করা পাষাণতাং গতা।
সুভাষিতরসস্যাগ্রে সুধা ভীতা দিবং গতা॥

অর্থাৎ, সুভাষিত-রসের সম্মুখে দ্রাক্ষার মুখ মলিন হইয়া যায়, শর্করা প্রস্তরে পরিণত হয়, এবং সুধা ভয় পাইয়া স্বর্গে গমন করে।

৪। খিন্নং চাপি সুভাষিতেন রমতে স্বীয়ং মনঃ সর্ব্বদা
শ্রুত্বান্যস্য সুভাষিতং খলু মনঃ শ্রোতুং পুনর্বাঞ্ছতি।
অজ্ঞান্ জ্ঞানবতোঽপ্যনেন হি বশীকর্ত্তুং সমর্থো ভবেৎ
কর্ত্তব্যো হি সুভাষিতস্য মনুজৈরাবশ্যকঃ সংগ্রহঃ॥

অর্থাৎ, অবসাদের সময়ে স্বীয় মন সুভাষিত-স্মরণে প্রফুল্ল হয়, অন্যের মুখ হইতে শ্রুত সুবচন পুনরায় শুনিতে চায়। জ্ঞানী জনেরা সুভাষিত-সাহায্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বশে আনিতে সমর্থ হন। অতএব সুবচন সংগ্রহ করা সকল লোকের আবশ্যক।

সুভাষিত-প্রসঙ্গে এই প্রকার স্তুতিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক আরও অনেক আছে। কত দিন পূর্ব্বে কাহারা এই সব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানি না।

তবে রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় দেখা যায়, তাহাতে সরস্বতীদেবী 'সূক্তিধেনু'-রূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন। চাণক্যের নামে নীতি-সংগ্রহের যে প্রাচীন গ্রন্থ আছে, তাহাতেও সুবচন-সঙ্কলনের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাহিত্য-সংসারে এরূপ সামগ্রীর যে উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে, এ কথা বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব খুঁজিতে গেলে আশা-ভঙ্গেরই মনস্তাপ পাইতে হইবে। ১৮২৬ সালে নীলরতন হালদারের "বহুদর্শন" প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই মনে হয়, সুভাষিত-সংগ্রহের প্রথম পুস্তক। কিন্তু এই পুস্তক-প্রকাশের পর হইতে এ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ, এই সুদীর্ঘ প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর কাল-মধ্যে এ ধরণের পুস্তক এ দেশে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। গণনা করিলে, তাহার সংখ্যা মনে হয় দশ-বার-খানির বেশী হইবে না। তন্মধ্যে কয়েকখানিতে হিন্দুর ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় বিবিধ শাস্ত্র-

বচন সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ 'হিন্দুধর্ম্মনীতি', 'চৈতন্যোদয়', 'রত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করিতে পারি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' এই বিভাগের একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহারই কতকটা অনুসরণে ১৩২২ সালে আমি 'বিবেকানন্দ-উপদেশ' রচনা করিয়াছিলাম। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনাবলী হইতে সূক্তি সংগ্রহ করিয়া আরও দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করি। কিন্তু ইংরাজীতে যেমন 'Dictionary of Classified Quotations' নামধেয় অনেক পুস্তক আছে, বঙ্গভাষায় ঠিক সেই রকমের পুস্তক একখানিও দেখি নাই। সেই অভাব-বোধে এই গ্রন্থ বিরচিত হইল। বিবিধ বিষয়াবলম্বনে প্রায় নয় শত সূক্তি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠক-সমাজে ইহার সমাদর-লাভ ঘটিলে, শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা
১৩৫৬ সাল

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

ভূমিকা

বহুবিধ বাঙ্গালা রচনা হইতে বহু রকমের সূক্তি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সেগুলিকে বিষয়-হিসাবে সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সূক্তি, সুবচন, সুভাষিত প্রভৃতি শব্দসকল একই অর্থবোধক। সংস্কৃত সাহিত্যে সুভাষিত-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার সূক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিদর্শনস্বরূপ মর্মানুবাদসহ চারিটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। সংসার কটুবৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে।
সুভাষিত-রসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সুজনে জনে॥

অর্থাৎ, সংসার-রূপ কটুবৃক্ষের দুইটি ফল হইতেছে অমৃততুল্য; তন্মধ্যে একটি—সুভাষিতের রসাস্বাদ এবং অন্যটি—সজ্জনের সঙ্গ-লাভ।

২। পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি জলমন্নং সুভাষিতম্।
মূঢ়ৈঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংজ্ঞা বিধীয়তে॥

অর্থাৎ, জল, অন্ন ও সুভাষিত—এই তিনটিই পৃথিবীর রত্ন। মূর্খেরা কিন্তু পাষাণখণ্ডকে রত্ন আখ্যা দিয়া থাকে।

বাঙ্গালা বচনাভিধান

অ

অকপটতা.

অকপটতা সমুদয় ধর্ম্মের মূল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

সরলতাই ধর্ম্ম, কপটতাই অধর্ম্ম; যিনি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার ধর্ম্ম লাভ হয়।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—পরিব্রাজকের বক্তৃতা

সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি—এ-সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

অজ্ঞতা

মানুষ যতপ্রকার অশান্তি ভোগ করে, তাহার একমাত্র কারণ অজ্ঞতা।

চন্দ্রশেখর সেন—কর্ম্ম-প্রসঙ্গ

অজ্ঞান

নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

অতিপ্রাকৃত

প্রাকৃত অর্থে যাহা প্রকৃতির অঙ্গ, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে; অতিপ্রাকৃত অর্থে, প্রকৃতিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির বাহির।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—অতিপ্রাকৃত

অতৃপ্তি

সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, গৌরবে ও প্রেমে—
কোথা তৃপ্তি? হায় মৃগতৃষ্ণিকা কেবল!
যত পাই তত চাই, প্রাণে অনিবার
আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির ঘোর দাবানল।

নবীনচন্দ্র সেন—অমিতাভ

মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বার মাস
ফল্গু-সম লুকাইয়া চলে।
বাহিরে আলোকপূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গার-চূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নি-শিখা জ্বলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চিত্ত বিকাশ

অধর্ম্ম

অধর্ম্ম-দ্বারা প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে নানা প্রকার মঙ্গল দেখা যায়, পরে শত্রুদিগকেও জয় করে ; কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মহা° বনপর্ব্ব

অধর্ম্মী জনায় সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥

কাশীরাম দাস—মহা° বনপর্ব্ব

বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে ; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মৃণালিনী

স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে—প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম অধর্ম্ম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্মকথা

যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিতমাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

যে ধর্ম্ম-রক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব

ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

অধীনতা

কোটিকল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়,
পলকের অধীনতা তবু প্রিয় নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাব শতক

অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবন-বেদ

অনুকরণ

যাহা সাজে না, তাহা আপনার গাত্রে বলপূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবন্ধমালা

শিক্ষা-কার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজন-বিরুদ্ধ। তাহা সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকলের নাকাল

প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে-বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, সে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অনুকরণ

অনুতাপ

অনুতাপ তো ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, অনুতাপকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গোরা

অনুমান

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমান-শক্তি না থাকিলে আমরা প্রায়ই কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান-দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

যুক্তিসঙ্গত তর্কের নাম অনুমান।

চ° সংহিতা, বিমান স্থান—৮ অধ্যায়

অনুরাগ

লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

অনুশীলন

দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন; কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল।

ঐ—ধর্ম্মতত্ত্ব

অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।

ঐ—ঐ

অন্যায়

অন্যায় যে বলে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নৈবেদ্য

অবতার

বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

ধর্ম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার।

শ্রীঅরবিন্দ—গীতা

ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারে ও আসে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্বের অপূর্ব্ব মিলন—মানুষে অমানুষী দৈবীশক্তির বিকাশ—শক্তি-প্রসূত সংসার-মহীরুহের ফুল্ল বিকসিত পারিজাত।

স্বামী সারদানন্দ—ভারতে শক্তিপূজা

অবিদ্যা

যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারি জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা।

বৈশেষিক দর্শন, ৯।১।১১

অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব নহে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের বিরুদ্ধ যে জ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বভাব এই যে, ইহা বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—অদ্বৈতবাদ

অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানই রাগ-দ্বেষের কারণ।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

অবিদ্যা কি? না—জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞান।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অদ্বৈতমতের সমালোচনা

অবিশ্বাস

অবিশ্বাসের নাম মৃত্যু।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মনের মতন

অভাগা

অভাগা যদ্যপি চায়—
সাগর শুকায়ে যায়।

প্রবাদ

অভাব

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

প্রবাদ

অভাবে বস্তুর মর্য্যাদা জানা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়াই অভাব-পূরণের জন্য এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাব-ক্ষেত্র বলিয়াই কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সেবা পরম ধর্ম্ম

অভিনয়

অভিমুখে পদার্থ আনয়নই অভিনয়।

অগ্নিপুরাণ—৩৪২ অঃ

অভিনেতা

স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না—যে ভূমিকা অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—অভিনয় ও অভিনেতা

অভিমান

অভিমানশূন্য হওয়া বড় কঠিন। প্যাঁজ রশুনকে ছেঁচে কোন পাত্রে রেখে তারপর পাত্রটিকে শতবার ধুয়ে ফেল্‌লেও তার গন্ধ যেমন কিছুতেই যায় না, সেই প্রকার অভিমানের লেশ কিছু না কিছু থেকে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

অভিমানের অতি কুৎসিত আকৃতি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

অভ্যাস

ভাব-ক্রিয়ার অনবরত অনুশীলনের নাম অভ্যাস।

চ° সংহিতা' সূত্রস্থান

অমঙ্গল

মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি. লীলামাত্র তাঁর ;—
অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।
না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর ? বুঝিত কি সুখ,
না থাকিত দুঃখ যদি ? মৃত্যু না থাকিলে,
পারিত বহিতে কি এ জীবনের ভার ?

নবীনচন্দ্র সেন—প্রভাস

অমরত্ব

অমরত্ব অর্থে দীর্ঘ কীর্ত্তি-স্মৃতি ভিন্ন আর কিছু নহে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—জীবন ও মৃত্যু

অমৃত

অমৃত কি ?—সুখদায়িনী নিরাশা।

শঙ্করাচার্য্য—মঃ রত্নমালা

অর্থ

অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখ-জালে জড়িত।

মহা° শান্তিপর্ব্ব

অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী

মনুষ্য-সমাজে মুদ্রা-মহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্য-শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—লোক-রহস্য

অশ্রু

অশ্রুজল প্রেমের নীরব গীত। শব্দে যাহা পরিস্ফুট হয় না, সঙ্গীত আপনি যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমিকের নীরব-নিঃসৃত অশ্রুজলে সেই অনির্ব্বচনীয় কাহিনী নীরবে পরিব্যক্ত হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—অশ্রুজল

অশ্লীলতা

অশ্লীলতা পাপাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে শুধু কাষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাত হয় না; কিন্তু যেখানে অগ্নি আছে, সেখানে কাষ্ঠে তাহা জ্বালিত, বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বগ্রাসিত অবস্থায় পরিণত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অশ্লীলতা, বঙ্গদর্শন, ১২৮০

অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্র নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

যে কাব্য মনের ভাবকে কলুষিত করে, সেই অশ্লীল।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন—অভিভাষণ

অষ্টসিদ্ধি

স্বার্থ আছে যার, অষ্টসিদ্ধি তার ঘোর
নরকের দ্বার; অষ্টসিদ্ধি শোভে স্বার্থ-
হীন নিরঞ্জনে, অহেতুকী দয়াগুণে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

অসন্তোষ

অসন্তোষই দারিদ্র্য।

শঙ্করাচার্য্য—প্রশ্নোত্তরমালিকা

অসূয়া

অন্যের গুণকে দোষরূপে প্রতিপাদনের প্রবৃত্তির নাম অসূয়া।

শশধর তর্কচূড়ামণি—ত্রিগুণ

সৌভাগ্য এবং গুণাদি দ্বারা পরের উন্নতি-বিষয়ে দ্বেষ করার নাম অসূয়া।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দক্ষিণ ৪ লহরী

অহঙ্কার

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ ক'রে রেখেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ

আত্ম-অজ্ঞতাই অহঙ্কারের কারণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

অহিংসা

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসাই পরম তপস্যা।

মহা° অনুশাসন

কোন প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়ার নাম অহিংসা; শাস্ত্র-বিহিত হিংসা—হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা অহিংসা-মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—১ অঃ

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে বেদ-বিহিত যে পশু-হিংসা, তাহা অহিংসাই বলিতে হইবে; যেহেতু বেদে ইহা বলিতেছে এবং ঐ বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয়।

মনুঃ—৫ অঃ

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না।

ঐ—গৌরদাস বাবাজীর ঝুলি

আ

আইন

আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহ যন্ত্রের মত; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের উত্তাপ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মেঘ ও রৌদ্র

আচার

আচার ধর্ম্মের শরীর।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

আচার কুল প্রকাশ করে, ভাষা দেশ বলিয়া দেয়।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড

আচার্য্য

যিনি শাস্ত্রার্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং শিষ্যকে সদাচারে স্থাপিত করেন, তিনি আচার্য্য নামে কথিত হন।

ঐ—ঐ

আজ্ঞাবহতা

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর,—কেবল নিজ-ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এই কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কাজ হইতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

আত্মত্যাগ

পর-কার্য্যে করে যেই আত্ম-সমর্পণ,
সেইক্ষণে হয় মৃত্যুঞ্জয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধদেব

পর-দুঃখে শিক্ষা কর আত্ম-বিসর্জ্জন,
ধন্য হবে মানব-জীবন !
আত্মত্যাগী পায় মাত্র আনন্দ-আস্বাদ ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পাণ্ডবগৌরব

আত্মপ্রসাদ

নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আত্মপ্রসাদ কহে ।

অক্ষয়কুমার দত্ত—চারুপাঠ, ৩য় ভাগ

আত্মবশ

আপনাকে বশে রাখ, পৃথিবী তোমার বশে থাকিবে ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

আত্মা

আত্মার স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার এবং চৈতন্যস্বরূপ । তিনি জীবরূপী হইয়া জগৎ দেখিতেছেন ; এই জগৎ-দর্শন স্বপ্ন-দর্শনের তুল্য ।

যোগ' রামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ১ সর্গ

যিনি দেহত্রয় হইতে অতিরিক্ত, পঞ্চকোষ হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তাঁহার নাম আত্মা।

শঙ্করাচার্য্য—আত্মানাত্মবিবেক

আকাশ যেমন তেজ জল প্রভৃতি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, বায়ু যেমন পার্থিব পদার্থ-নিচয়ে অবস্থিত, অথচ সকল বস্তু হইতেই পৃথক, তদ্রূপ আত্মাও সর্ব্বত্র বিরাজিত, অথচ কোন পদার্থেই লিপ্ত নহেন।

গরুড় পুরাণ—উ° খণ্ড ৭ অ:

আত্মাপহারী

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া ভদ্র-সমাজে নিজেকে অন্য রূপ পরিচয় দেয়, সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী; সে আত্মাপহারী চোর।

মনু—৪।২৫৫

আত্মাশক্তি

আত্মাশক্তি লীলাময়ী,—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই

কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

আধ্যাত্মিকতা

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সমালোচনা

আনন্দ

আনন্দের তুল্য প্রলোভন আর কিছুই নাই; অথবা আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই লোভনীয় নাই। জগতে যে যাহা চাহে, কেবল আনন্দের আকর্ষণেই চাহে।

নীলকান্ত গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহেই অবস্থান করে।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

বিবেকের রাজাকে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিলে সন্তোষ হয় ; আনন্দ হয় ভক্তির সহিত আনন্দময়ী জননীর পূজাতে।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবনবেদ

আবেগ

যাহা চিত্তের সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরাকারী হয়, তাহার নাম আবেগ।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ৪ লহরী

আমি

ঘোরাচ্ছে আমি, অহং, অভিমান। ঘুরছেও আমি, ঘোরাচ্ছেও আমি ; আমি আমার খুঁজে ঘুরে মরছি, আমি ছাড়লেই ঘোরাঘুরি ফুরোয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

আমি কে? না—কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। শক্তি ছাড়া 'আমি' কেহ ভাবিতে পারি না। দেখিবার শক্তি, চলিবার শক্তি, চিন্তা-শক্তি—এই সকল শক্তি যিনি প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই 'আমি'।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ

আমি কি এবং আমি কি নই, কিছু দূর পর্য্যন্ত এই বিচার লইয়া গেলেই দেখা যায় যে, অহং এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতি ব্যাপক হইয়া, অবস্থা শিক্ষা এবং সংস্কার-গুণে সমুদায়কেই আমি এবং আমার করিয়া দেয়, স্বার্থে এবং পরার্থে ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহা পরার্থ নয় তাহাতেও আর স্বার্থ-বোধ থাকে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

আরম্ভ

ছিল না, হইল, ইহারই নাম আরম্ভ।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

আরোগ্য

আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূল কারণ।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

আলস্য

আলস্য জীবিতাবস্থায় মৃত্যু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ।

মহা° শান্তিপর্ব্ব

আয়ুঃ

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা ইহাদের সংযুক্ত অবস্থার নাম আয়ুঃ।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

প্রাণিগণের আয়ুঃ যুক্তিকে অপেক্ষা করে। যেহেতু আয়ুর বলাবল দৈব ও পুরুষকারের উপর নির্ভর।

চ° সংহিতা, বিমানস্থান

আশা

যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না! আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষবৃক্ষ

আশাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আশা লোকদিগকে যে পথে লইয়া যায়, লোকেরা সেই পথে যায়।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী

উপহাস করে আশা, তবু তার দাসী ;
আশায় যাতনা, তবু আশা ভালবাসি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মুকুল-মুঞ্জরা

আশা নাচায় কাঁদায়,
ভাসায় অকূল জলে দৈত্যের কৌশলে।

ঐ—কালাপাহাড়

আশা পরিশ্রমের ধারকে শাণিত করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

আশা নাই যার,
কিসের বিষাদ তার।

প্রবাদ

ঈশ্বরেও নর ভুলে যায় কভু,
নিজে সে যে কি, তা'ও ভুলে যায়,
কিন্তু ক্ষণ-তরে ভুলে না তোমারে,
চরণে তোমার আজন্ম লুটায়!

রাজকৃষ্ণ রায়—অবসর সরোজিনী

আশা তুই হেম-মধুকরী।
মায়াময় প্রাণে কুহকিনী যাতুকরী॥

অমৃতলাল বসু—নব-যৌবন

তুই কুহকিনী,
তোর প্রলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে;—
জাগে যে, স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তা'র তোর বলে,
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি' ভূত, বর্ত্তমান ভুলি' তোর ছলে)

কালে তীর-লাভ হ'বে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
এ কুহক পাইলি লো, কোন্ দেব-বরে ?

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

ভাবি সুখের ভাবনাকে আশা এবং ভাবি দুঃখের ভাবনাকে ভয় বলে। মনুষ্য-জগৎ আশা ও ভয় এই দুইএর শাসনাধীন হইয়া কর্ম্ম করে।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

আনন্দ-আকার আশা অবারিত গতি,
প্রবল প্রবাহ-সম সদা বেগবতী,
অমর অনন্ত সুখে রক্ষিতে অবনী,
সুধাময়ী মায়াবিনী প্রবোধ-জননী,
মন-বৃত্তিনিচয়ের মধুরা ভগিনী,
মরিয়া আপনি বাঁচে বাঁচায় সঙ্গিনী।

দীনবন্ধু মিত্র—দ্বাদশ কবিতা

আশাবন্ধ

ভগবানের দৃঢ়তর প্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে আশাবন্ধ বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূর্ব্ব' ৩ লহরী

আস্তিক্য

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার নাম আস্তিক্য।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—২ অঃ

আহার

পেট পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকু খাওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

আহারের নিমিত্ত জীবন ধারণ করিবে না, জীবনের নিমিত্ত আহার করিবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ই

ইচ্ছা

অপ্রাপ্তের প্রার্থনার নাম ইচ্ছা।

মানব-তত্ত্ব

ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাতীয় বিদ্যালয়

ইচ্ছা সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, এবং তাহা সদসৎ ও নানাবিধ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

ইতিহাস

যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

ইতিহাস অনেক সময় উপন্যাসের অন্যতর নাম।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—জীবন ও মৃত্যু

ইতিহাস কি ?—না, পরিবর্ত্তনের বিবরণ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—আধুনিক মত ও চিন্তা

প্রকৃত ইতিহাস লোক-সমাজের দর্পণস্বরূপ। মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের দূরদর্শিতার বিস্তার করা এবং মানবের কার্য্য-পরম্পরা সম্বন্ধে পাঠকের বিচার-শক্তির উন্মেষ করা ইহার উদ্দেশ্য।

রজনীকান্ত গুপ্ত—ইতিহাস-রচনার প্রণালী

ইতিহাস মনুষ্যের সজ্ঞান কার্য্যের বিবরণ। কোন্ জাতি কবে কোথায় কি করিয়াছে, কেবল তাহার তালিকা রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। সেই সকল কার্য্যের কারণ কি, ও তাহাদের ফলই বা কি, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান, উন্নতি

ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিয়াছে, মনুষ্যজাতিই বা কি নিয়মে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্ত্ব-নির্ণয় ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

প্রমাণ-পর্য্যালোচনাই ইতিহাস-সঙ্কলনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, ইতিহাস—ইতিহাস; নচেৎ তাহা এক শ্রেণীর সরস আখ্যায়িকা মাত্র।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—অভিভাষণ

ইন্দ্রিয়-সংযম

ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়-সংযম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চিত্তশুদ্ধি

ঈ

ঈশ্বর

ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় দুই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

ঈশ্বর আমাদের আত্মার ভেষজ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু,
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর সখে, এ সবার পায়।
বহু রূপে সম্মুখে তোমার ;
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ—বীরবাণী

ষড়দর্শনে না পায় দরশন,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বোধোদয়

নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্য রূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আশাবতীর উপাখ্যান

ঈশ্বরই সর্ব্ব গুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

ঈশ্বর আছে জানি। কি, তা জানি নে; তবে এই জানি যে, সে ছাড়া কিছুই নেই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

ঈশ্বর জড় মনোবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। শুদ্ধ মনোবুদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ।

ঐ—সাধন-গুরু

যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাক্‌তে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে দেখা পায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

শক্তি ভাবিতে গেলেই অনন্ত শক্তি আসিয়া পড়ে। সেই অনন্ত পূর্ণ শক্তি যাঁহার আছে, তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ

ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়। জড়-পরীক্ষায় জড়-সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ পায়, সে-প্রমাণে, যাহা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গুরুর প্রয়োজন

ঈর্ষ্যা

পরের সুখে দুঃখানুভব এবং পরের দুঃখে সুখানুভবের প্রবৃত্তির নাম ঈর্ষ্যা।

শশধর তর্কচূড়ামণি—ত্রিগুণ

ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান,—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন,
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,—
এক সূর্য্য, এক শশী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধারীর আবেদন

উ

উচ্চাভিলাষ

উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—মধুসূদনের জীবন-চরিত

উচ্ছৃঙ্খলতা

প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও ব্যবস্থার অধীন না হইলে, তাহাকে স্বাধীনতা বলে না—তাহারি নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা সমাজ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

উৎসব

উৎসব শত্রুকে মিত্র করে, শূন্যকে পূর্ণ করে, সন্তপ্তকে সুশীতল করে, হীনকে প্রধান করে এবং ক্ষীণকে তেজীয়ান করিয়া থাকে। উৎসবের শক্তি আশ্চর্য্য ও অনিবার্য্য বীর্য্য-প্রসূতি।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—পরিব্রাজকের বক্তৃতা

উন্নতি

শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি এবং তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সমাজ-সংস্কার

উপধর্ম্ম

দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতি-জাত। এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্ট-কারক দেবতাপূর্ণ। এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদেশের কৃষক

যাহা ধর্ম্মের সহিত উপমিত হইয়া থাকে, যাহা ধর্ম্মের সদৃশরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা উপধর্ম্ম।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

উপনিষদ্

ব্রহ্ম-প্রকাশক উপনিষৎ-রূপ মহাবাক্য মনুষ্য-গণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।

মহা° অনুগীতা-পর্ব্বাধ্যায়

যে বিদ্যা সত্বর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান বিনষ্ট করে, বা ব্রহ্ম-সমীপে নিশ্চয় গমন করায়—লইয়া যায়, অথবা সংসার বাসনা শিথিল করে, তাহাই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যা।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—ভূমিকা

যেই অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম আরূঢ় মূল, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ্।

শ্রীঅরবিন্দ—উপনিষদ্

যাহা সংসার-বুদ্ধিকে এবং তন্মূলীভূত বিদ্যাকে অবসন্ন ও শিথিল করে; যাহা আত্মা বা ব্রহ্মাকে পাওয়ায় (গতি) এবং যাহা অনাদি অবিদ্যা-সংস্কারের বন্ধন বিশরণ করে—সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—ইতিহাস ও অভিব্যক্তি

উপভোগ

প্রাণের মধ্যে আনন্দ-অনুভবই উপভোগ। উচ্ছৃঙ্খল সুখকে অনেক সময় আনন্দ বলিয়া ভ্রম হয়। এই জন্য আমরা অনেকবার যথার্থ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্মৃতি ও কবিতা

উপাসনা

সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানসিক ব্যাপারের নাম উপাসনা।

বেদান্তসার

উপাসনা আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা-সাধন জন্য;—ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন জন্য নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

একা আমি থাকিতে পারি না, আমার একটা অবলম্বন চাই, তাই বাহিরের তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই। এই অনুসন্ধানই উপাসনা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—পৌরাণিকী কথা

তুষ্টির উদ্দেশে যত্নতে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

রামমোহন রায়—অনুষ্ঠান

উপাসনা-ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে-জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ!

রামপ্রসাদ সেন

ঋ

ঋণ

মিথ্যার বাহন ঋণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ঋষি

যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাঁহাদের ক্রোধ নাই। তাঁহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-ত্যাগী গৃহী।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পালামৌ

ঋষিরা শাস্ত্র-স্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

যিনি মহাদেবের মুখ হইতে তপোবলে মন্ত্র অবগত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

এ

একতা

একতাই উন্নতির মূল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—প্রাবু

একনিষ্ঠতা

সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখা—একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

ঐ

ঐতিহ্য

বেদাদি আপ্তোপদেশকে ঐতিহ্য বলে।

চ° সংহিতা, বিমানস্থান

ঐশ্বর্য্য

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ্‌কেই আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য-সম্মিলন

ক

কবি

কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকার-কর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তি-সম্পন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর-চরিত

কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ-সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।

ঐ—ঐ

কবিত্বের প্রধান উপকরণ—অনুভাবকতা এবং কল্পনা। যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে; কেন না, তরঙ্গ তরলতারই ধর্ম্ম—তরলতার ভঙ্গী-

বিশেষের নামই তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্ত্তি ভাষার বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সারস্বত কুঞ্জ

কবি ভাবের রাজা—ভাব এবং ভাষা উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। আকাশে চাহিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে, জামার বোতাম না আঁটিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে। কবিত্ব—ভাষায় ভাবের বিকাশে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি ও সেন্টিমেন্টালিজম্

সুবৃহৎ সংযত কল্পনাই যথার্থ কবির পরিচয়। অসংযত কল্পনা শিশুরই শোভা পায়। কবি কল্পনার চালক—দাস নহেন।

ঐ—স্মৃতি ও কবিতা

কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।

* * * *

কে শুনিত রাম-সীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল?
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জগত নশ্বর।
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

বাহির হইতে দেখো না অমন করে
দেখো না আমায় বাহিরে
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহি রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি

কবিতা

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—অভিভাষণ

কবিতা দর্পণমাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব

কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না। কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রেই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।

বিপিনচন্দ্র পাল—কবিতার কষ্টিপাথর

কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি-মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্মৃতি ও কবিতা

কবিতা সঙ্গীতাভাস। সঙ্গীত যেমন সুরে, তালে, লয়ে, একটা কুহক সৃষ্টি করে, করিয়া সংসার ডুবাইয়া দেয়, আর এক সংসারে আমাদিগকে লইয়া যায়, কবিতাও তাহাই করে। কবিতার ভাব হইবে—উজ্জ্বল, পরিস্ফুট ; ভাষা হইবে প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ; ছন্দ হইবে মোলায়েম। এই তিন মেশামিশি করিয়া হৃদয়ের সহিত একটি লয় উৎপাদন করিবে।—তবে ত কবিতা সফল হইবে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হেমচন্দ্র

গোলাপের সৌন্দর্য্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য্য-ভাবের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - সঙ্গীত ও কবিতা

কুসুমের সার

কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি' নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি' অবতার
বাণী-রূপে বীণা-পাণি এ নর-নগরে।

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

কুসুম নিজেই একটি কবিতা। কবিতা নিজেই একটি কুসুম। কুসুমে কবিতা এবং কবিতায় কুসুম, দেখা এবং দেখান, না—কোন্ আর একটি কবিতা!

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—কুসুম ও কবিতা

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
ভাঙা ভাঙা আধ আধ সুরে ?
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে; সঘনে জঘন
রূপালসে ঢলে ঢলে পড়ে।
নয়ন কহিবে কথা তবে সে বনিতা;
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—কবির প্রতি

কবিত্ব

নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও

প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি

কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্য-প্রভাত।

ঐ—অভিভাষণ

কর্ম্মফল

কর্ম্মফলে কেহ এই ধরার ঈশ্বর,
কেহ দীনহীন পথে পড়ি' অনশন ;
কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ কদাকার,
কেহ মনোমুগ্ধকর রূপে অনুপম।

নবীনচন্দ্র সেন—অমিতাভ

শান্তি, অমঙ্গল,
সকলেই মানবের নিজ-কর্ম্মফল।
সেই কর্ম্মফল-রেখা—উহাই অদৃষ্ট-লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন।

ঐ—প্রভাস

কর্ম্মযোগ

অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা,—কিনা কর্ম্মের ফল

আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

করুণ

যে ব্যক্তি পর-দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে করুণ বলা যায়।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

কলাবিদ্যা

কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব-দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটি যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—অর্দ্ধেন্দুশেখর

কল্পনা

অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন করিবার শক্তিকে কল্পনা বলে।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য—নাটক ও নাটকের অভিনয়

কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে—
নাহি স্থল, যথা, দেবি, নহে তব গতি।

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

প্রত্যক্ষ দ্বারা বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভ হয়। স্মৃতি পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান পুনরায় আনিয়া দেয়। কল্পনা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞাতার সম্মুখে আনে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

কাপুরুষ

কাপুরুষের স্বভাব এই যে আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা কাপুরুষের লক্ষণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

কাব্য

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর-চরিত

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।

কাবে যর গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন—চিত্তশুদ্ধি-জনন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর-চরিত

মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

ঐ—কৃষ্ণ-চরিত

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।

ঐ—প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

যাহা কিছু মানুষের চিরকালের সামগ্রী, কাব্য তাহাকেই মানুষের উপলব্ধির কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ধর্ম্মপ্রচার

বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা আছে, তাহারই সংযোগ বিয়োগ করিয়া সমুদায় কাব্য-সংসার বিরচিত হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

কাম

কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়,
প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণমন জগদ্ব্যাপী হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নসীরাম

কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে—
নাহি স্থল, যথা, দেবি, নহে তব গতি।

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

প্রত্যক্ষ দ্বারা বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভ হয়। স্মৃতি পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান পুনরায় আনিয়া দেয়। কল্পনা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞাতার সম্মুখে আনে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

কাপুরুষ

কাপুরুষের স্বভাব এই যে আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা কাপুরুষের লক্ষণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

কাব্য

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর-চরিত

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।

কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন—চিত্তশুদ্ধি-জনন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর-চরিত

মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

ঐ—কৃষ্ণ-চরিত

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।

ঐ—প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

যাহা কিছু মানুষের চিরকালের সামগ্রী, কাব্য তাহাকেই মানুষের উপলব্ধির কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ধর্ম্মপ্রচার

বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা আছে, তাহারই সংযোগ বিয়োগ করিয়া সমুদায় কাব্য-সংসার বিরচিত হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

কাম

কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়,
প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণমন জগদ্ব্যাপী হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নসীরাম

যাহা যাহার নাই বা যাহা যাহার নয়, তাহাই পাইবার জন্য কামনাই কাম।

নীলকণ্ঠ গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

কাম সকলকে অন্ধ করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

কাম অর্থে আত্ম-সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

কাম অনায়ত্ত, স্বভাবতই সে বিপথগামী।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১১৪ অঃ

কার্য্য

জীবের কার্য্যমাত্রই কেবল দুঃখ-মোচনের চেষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদন, যাহাতে চিত্ত জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

কার্য্য ব্রহ্ম—কার্য্যে করি নমস্কার।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধদেব

ধর্ম্ম করে ঘৃণা,

কর্ত্তব্য হইতে কার্য্য না হ'লে উদ্ভব।

ঐ—পাণ্ডবগৌরব

কাজে বুদ্ধি খুলে—বুদ্ধি স্বয়ং প্রথম হইতে কাজ গ্রহণ কধিতে পারে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

বাক্য, মন ও শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার নাম কর্ম্ম।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

কাল

বৎসরে কি কালের মাপ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখর

কালের গতি অতীব দুর্লক্ষ্য।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১০৮ অঃ

সময় কি চমৎকার চিকিৎসক! শোক তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানব-জীবন কি দুঃসহ দুঃখময় হইয়া পড়িত!

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা

কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখেছি নয়নে, হায় ! পারিনি ফিরাতে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারত-উদ্ধার

কীৰ্ত্তন

ভগবানের নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চ রূপে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ২ লহরী

কীৰ্ত্তি

কীৰ্ত্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী। কবির কবিত্ব-কীর্ত্তনই কবির জীবনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—কবি হেমচন্দ্র

যে ব্যক্তি স্বীয় নির্ম্মল সাদ্‌গুণ্যে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহাকে কীর্ত্তিমান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

কুতর্ক

কুতর্ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

কৃতজ্ঞ

কৃত সেবাদি কর্ম্মসকলের অভিজ্ঞ অর্থাৎ এ ব্যক্তি আমার এই প্রকার সেবা করিয়াছে, ইহা যিনি জানেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলা হয়।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা ত আর কিছু নয়—হৃদয়ে আশ্রয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাহার নিকট আপনাকে বলিদান।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কৃতজ্ঞতা

ক্রোধ

অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।

ঐ—মৃণালিনী

ক্রোধ বুদ্ধির দুর্ব্বলতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়; সুতরাং শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভুত হইয়া থাকে।

মহা° বনপর্ব্ব

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতি-ভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে।

গীতা—২।৬৩

গ

গম্ভীর

যাহার আশয় (অভিপ্রায়—মনোগতভাব) অতিশয় দুর্ব্বোধ, তাহাকে গম্ভীর বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

গান

না পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়।

চিত্তরঞ্জন দাশ—অভিভাষণ

সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা গান।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—পিতা-পুত্র

সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গীত

গিন্নী

যে-সংসারের গিন্নী গিন্নীপণা জানে, সে-সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?

ঐ—দেবী চৌধুরাণী

গীতা

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

শ্রীঅরবিন্দ—গীতা

গীতার মর্ম্ম এই যে, বীর ব্যতীত ধর্ম্মের অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ধর্ম্ম

গীতিকাব্য

গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতিকাব্য

গুরু

যে-আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে গুরু এবং যাঁহাতে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভক্তি-রহস্য

গুরু কল্প-
তরু ভবে ; ভীরুজনে অভয়-প্রদানে
আবির্ভাব ধরা-মাঝে, দীন নর-সাজে
সমাজে বিরাজে, নামে হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
চরণ-রাজীব রাজে লইলে শরণ,
মোহের বন্ধন খোলে, সুখ-দুঃখ ভোলে,
তম-বিনাশন ভাতে নবীন নয়ন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

গু-শব্দে অন্ধকার ও রু-শব্দে অন্ধকার-নিবারক, অতএব গুরু অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া গুরু-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

স্বয়ং ভগবান্ই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে, শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আশাবতীর উপাখ্যান

গোঁড়ামি

সকণ্টক কইমাছ করয়ে ভক্ষণ—
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ।

প্রবাদ

গ্রন্থ

মনুষ্যমাত্রেই নিজে নিজে এক একখানি গ্রন্থ-বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সকল বিষয় জানিবার সামর্থ্য জন্মে।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি

সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখর

গ্রন্থকার

যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়ণের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

চ

চক্ষু

চোখে সব ব্যক্ত করে দেয়, নয়ন-মুকুরে মনের প্রতিবিম্ব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ, চোখে এ সকলি বলে দেয়, এমন ঘরের শত্রু আর নাই।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—হামির

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
এই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পরশমণি

আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুইরে প্রধান সেনাপতি !
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিল্বমঙ্গল

নীরবে প্রাণের কথা,
আঁখি-সনে কয়ে আঁখি ।

ঐ—নলদময়ন্তী

না হ'লে আঁখির মিলন,
মরম-কথা কেউ পাবে না ।

ঐ—বিষাদ

চতুর

একবালে অনেক কার্য্যের সমাধানকারীকে চতুর কহে ।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

চরিত্র

চরিত্রই পুরুষের প্রধান গুণ । ইহলোকে যে-ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুতে কিছু লাভ নাই ।

মহা° উদ্যোগপর্ব্ব

চরিত্রই বাধা-বিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

চাপল্য

রাগ ও দ্বেষাদি নিমিত্ত চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চপলতা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ৪ লহরী

চিত্তশুদ্ধি

সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর-বিরোধী নহে; পরস্পর পরস্পরের সহায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত

চিত্তের বাসনা বা কামনাই চিত্তের মল, এই মল ধৌত করাই চিত্তের শোধন।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

চিন্তা

চিন্তা মনের জীর্ণকর পিত্তস্বরূপ, তাহা-দ্বারা বিদ্যা জ্ঞানেতে, তত্ত্ব-কথা চরিত্রে পরিণত হয়, এবং গ্রন্থের সমস্ত জ্ঞান আত্মায় মেদ ও শোণিত-রূপ ধারণ করে।

কেশবচন্দ্র সেন—প্রার্থনা

চেষ্টা

অবনত করি শির, লক্ষ্য কর তব তীর,
বিঁধিতে তারকা-রেখা গগনের গায় ;
তাল-তরু উচ্চে স্থান, তথা ছুটে যাবে বাণ,
উৎকৃষ্ট চেষ্টার কষ্ট বিফলে না যায়।

অমৃতলাল বসু

ছ

ছন্দ

ছন্দের বন্ধন খুব কড়া বন্ধন—কিন্তু সেই বন্ধন কবিত্বের ভাবকে ফোয়ারার মত সবেগে মুক্তিদান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।

ঐ—বাংলা ছন্দ

সকল প্রকার মন্ত্র-তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদসকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু-গুরু ভেদে আনুপূর্ব্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়।

রামমোহন রায়—গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ

জ

জগৎ

জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কে বড়

জপ

মন্ত্রের অতিশয় লঘু উচ্চারণকে জপ কহে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ' ২ লহরী

জপের একটি মহিমা এই যে, নাম জপ করিতে করিতে হৃদয়ে এক-একটা আসক্তির বিকাশ হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—জপ ও কীর্ত্তন

জায়া

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক অণু পদার্থ বিস্তার;

শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ-ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার,
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—মহিলা

তন্ত্রে জায়াকে গৃহমাতৃকা বলে। জায়া জগদম্বার অংশরূপিণী।

তন্ত্র-তত্ত্ব

প্রিয়ে, তুমি মম অমূল্য রতন,
যুগ-যুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—বঙ্গসুন্দরী

জীবন

• মনুষ্য-জীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জ্ঞান

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য-জীবন বলে।

ঐ—কমলাকান্তের দপ্তর

চিন্তা-স্রোত কাল-স্রোতের মতন চলেছে—অনিবার্য্য, অবিরাম-গতি। এই স্রোতের নাম জীবন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মায়াবসান

বাসনা-সমষ্টিমাত্র মানব-জীবন।
হবে যবে বাসনা-বর্জ্জন,
সেইদিন দেহ নাহি রবে।

ঐ—পাণ্ডবগৌরব

জীবন কুহক, হেরি কুহক সকলি,
প্রবাহে ভাসায়, ভাবি স্বেচ্ছাধীন চলি।

ঐ—কালাপাহাড়

জীবন সুখের জন্য নয়—সাধনের জন্য।

ঐ—মায়াবসান

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ-নির্ণয় ও সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্মকথা

জীবনের ধন-ধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে; কিন্তু

কে কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ-অনুসারে চলে, তাহা লইয়াই জীবনের বিচার।

শিবনাথ শাস্ত্রী—কেশবচন্দ্র

এই দেহের সহিত বাহ্য জগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—মায়াপুরী

জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চ প্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অনুমুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য।

চিত্তরঞ্জন দাশ—গীতিকবিতা

জীবন অতি দুশ্ছেদ্য মোহ-বন্ধন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—জীবন ও মৃত্যু

না—জীবনটা কিছু না.—
শুধু একটা ইঃ, শুধু একটা উঃ, শুধু একটা আঃ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—হাসির গান

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কণিকা

বুঝেছি,—এ পাপ নির্ম্মম সংসারে
জীবনের নাম—অসহ্য যন্ত্রণা।
জীবন না গেলে, জ্বলন্ত অঙ্গারে—
নির্ব্বাণ-সলিল কভু পড়িবে না;

রাজকৃষ্ণ রায়—অ° সরোজিনী

সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবনবেদ

এমন মানব-জীবন র'লো পতিত—
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

রামপ্রসাদ সেন

যে জীবনে পরের সেবা করিতে হয় না, তাহাই প্রকৃত জীবন।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড

জীবন জীবের বন্ধু—যোগ্য ব্যবহারে কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ভীষ্ম

জীবনী

মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী। কবির কবিত্ব-কীর্ত্তনই কবির জীবনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—কবি হেমচন্দ্র

জ্ঞান

হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এরই নাম জ্ঞান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ

জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যে-গুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-বৃদ্ধিই জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্য।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় বস্তুর স্ফুরণই জ্ঞান।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম

কার্য্য-কারণের সম্বন্ধানুভূতিই জ্ঞান।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—জ্ঞানের প্রমাণ

জ্ঞেয়

জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা যাহা জানিতে পারে বা জানিতে চাহে, তাহাই জ্ঞেয়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম

ত

তন্ত্র

যাহাতে বক্তব্য বিষয় নিয়মানুসারে নিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম তন্ত্র।

চ° সংহিতা, সূত্র স্থান

তন্ময়ত্ব

বিষয়াভ্যাস নিমিত্ত সংস্কারের নাম তন্ময়ত্ব।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

তপস্যা

শুদ্ধ আত্মা জীবনের অশুদ্ধ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, সেই কুজ্ঝটিকাকে অপসারিত করার নামই তপস্যা।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—জীবন ও মৃত্যু

তর্পণ

তর্পণ জাতির জাগরণ, আত্ম-পরিচয়ের উন্মেষ-সাধন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—মহালয়া

তিতিক্ষা

সকল প্রকার দুঃখ-দহনকে তিতিক্ষা কহে।

শঙ্করাচার্য্য—আত্মবোধ

তীর্থস্থান

তীর্থস্থান শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গুরুতর কার্য্য-সাধনের লীলাভূমি।

স্বামী বৃহ্মানন্দ—শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলী

তুমি

তুমি কতকগুলা খেয়ালের সমষ্টি। এই খেয়াল ছাড়িয়া তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। খেয়াল আছে তাই তুমি আছ; অথবা তুমি আছ তাই খেয়াল আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কে বড়

তেজস্বী

যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাবলে বশীভূত করিতে পারেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া জ্ঞান করেন।

মহা° বনপর্ব্ব

ত্যাগ

কর্ম্মত্যাগ অতি ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ।

শ্রীঅরবিন্দ—নিবৃত্তি

ত্যাগেই ধর্ম্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। ত্যাগই মহাশক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

দ

দয়া

সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ। দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন।

ঐ—চন্দ্রশেখর

কায়, মনঃ, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহাকে দয়া কহে।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য

পরদুঃখ-কাতরা দয়া নয়ন-জলে বিগলিত হইয়া—আপনাকে আপনি পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভ ধন। যাহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—অশ্রু

দরিদ্র

দরিদ্র কে?—যাহার বলবতী আশা আছে।

শঙ্করাচার্য্য—মং. রত্নমালা

দক্ষ

যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পাদিত করিতে পারে, তাহাকে দক্ষ বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দং ১ লহরী

দাতা

যে প্রতিগ্রহ করে, সে ধন্য হয় না,—দাতাই ধন্য হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

দান

দয়ার অনুশীলন দানে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ।

ঐ—ঐ

দান্ত

উপযুক্ত ক্লেশ দুঃসহ হইলেও যিনি সহ্য করেন, তাঁহাকে দান্ত বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ°. ১ লহরী

দাসত্ব

যে দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খল কৃতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সে-ও পাপ করে, আর যে ক্লীব ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সে-ও পাপ করে।

চিত্তরঞ্জন দাশ—অভিভাষণ

যত ঐশ্বর্য্য, তত দাসত্ব।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

দীক্ষা

দেবতা-নির্ব্বাচনের নাম দীক্ষা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

দীর্ঘনিশ্বাস

দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্ম-বিসর্জ্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রু-

জলে জগৎ ডুবিতে পারে ; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অশ্রুজল

দুঃখ

অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ-ভোগই প্রধান শিক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষবৃক্ষ

পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চির-পরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল।

ঐ—কমলাকান্তের দপ্তর

প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ।

ঐ—গীতা

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট।

ঐ—রাজসিংহ

দুঃখের মধ্যেই সুখের অজ্ঞাত বাস।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অশ্রুজল

যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

দুঃখ-কষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

কর্ম্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ।

ঐ—ঐ

'আমি,' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের হেতু, সংসার-বদ্ধ জীবের কদাচ উক্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ২৩০ অঃ

দুর্দ্দিন অতি কঠিন শিক্ষক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

[illegible] চাও, তাপকে ভয় করো না।

ঐ—মনের মতন

জ্বালায় যে সুখ আছে, সে যে জ্বলেছে, সেই জানে।

ঐ—ঐ

দুঃখ ছায়া-সম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে—
না হ'বে বারণ, প্রাণ র'বে যতক্ষণ।

ঐ—বুদ্ধদেব

মানব-জীবনে যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে যদি সুখকে প্রত্যাখ্যান করতে পার, তা হ'লে দেখবে, যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদীর মত তোমার পিছনে পিছনে ঘুরচে। আর দুঃখই তোমায় নিত্যানন্দ ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাচ্ছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মনের মতন

মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

ধর্ম্ম

আনন্দের দিনে হহয়া যাই ; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দোখতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই।

চিত্তরঞ্জন দাশ—বক্তৃতা

দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে।

ভারতচন্দ্র রায়

সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।

রামপ্রসাদ সেন

দুর্ব্বলতা

দুর্ব্বলতাই অত্যাচারের প্রধান বাহন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চার অধ্যায়

সকল অসৎ কার্য্যের মূল—দুর্ব্বলতা।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

দুর্ব্বাক্য

পরশু-দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য-দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহার ক্ষত আরোগ্য হয় না।

মহা° অনুশাসন

দুষ্কর্ম্ম

দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্য ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ।

রামা° অরণ্যকাণ্ড

দেবতা

যাহা সুশোভন, যাহা মনোরম, যাহা সুব্যক্ত ও দ্যুতিমান, তাহাই দেবতা।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য

দেশ-প্রীতি

সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতি-মধ্যে হতভাগ্য।

ঐ—গ্রন্থ-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ১২৭৯

'স্বর্গ' 'স্বর্গ' করে লোক সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক

দেশ-সেবা

আমার কাছে দেশ-সেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়। সে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশমাতৃকার মূর্ত্তির মধ্যে আমার ভগবান্‌ও জাগ্রত।

চিত্তরঞ্জন দাশ—অভিভাষণ

দৈব ও পুরুষকার

পূর্ব্ব-জন্মের আত্মকৃত কর্ম্মের নাম দৈব, এবং ইহ-জন্মে যে-সব কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম পুরুষকার।

চ° সংহিতা—বিমানস্থান

এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না।

বিপিনচন্দ্র পাল—চরিত্র-চিত্র

পৌরুষ-বলেই সিদ্ধি হয়, ধীমান্‌গণ পৌরুষ লইয়াই কার্য্য করেন। যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই দৈব শব্দের ব্যবহার।

যোগ° রামায়ণ—মু° ব্য° প্রকরণ

ধ

ধন

আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র; ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইন্দিরা

ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রা-পূজাই ইহার কারণ।

ঐ—লোকরহস্য

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র।

রামপ্রসাদ সেন

ধনী

সেই ধনী, যাহার ঋণ নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ধনী সে, দরিদ্র আমি,
সে আলো, এ অন্ধকার।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—মিঠে কড়া

ধনী কে?—যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট চিত্ত।

শঙ্করাচার্য্য—ম° রত্নমালা

ধর্ম্ম

যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সেই ধর্ম্মকে প্রকৃত সত্য বলা যায় না।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড

পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম ধর্ম্ম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্ম-কথা

ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম্ম; তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ—তাহাই অধর্ম্ম।

ঐ—কৃষ্ণ-চরিত্র

ধর্ম্ম চির-কষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষবৃক্ষ

ধর্ম্ম অর্থে যাহা সমাজকে ধরিয়া রাখে, যাহার উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বলে সমাজের স্থিতি ও গতি, তাহাই বুঝিতেছি। এক কথায় সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সমষ্টিকে ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্ম-কথা

ধর্ম্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে—ইহা প্রাকৃতিক। সুতরাং প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই—হওয়াই স্বাভাবিক।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

ধর্ম্ম কথা নহে, মত নহে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ;—তাহা সম্ভোগ করা যায়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আশাবতীর উপাখ্যান

যে ধরিয়া রাখে, সেই ধর্ম্ম। যাহা থাকিলে কোন বস্তুর সত্তা থাকে, যাহা গেলেই সে বস্তুর সত্তা নষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্ম-পরিচয়

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে, তাহা কুধর্ম্ম; পরস্পর অবিরোধীর ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।

মহা° বনপর্ব্ব—১৩১ অঃ

মায়ার সংসারে ধর্ম্মমাত্র ধ্রুবতারা।
টলে মন সুপথে কুপথে
মায়ার প্রভাব বলে;
ভগবান্ করেন ছলনা,
সেই হেতু চক্রী তাঁর নাম,
কিন্তু তারি সার্থক জীবন—
ধর্ম্ম যার জীবনে আশ্রয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পাণ্ডবগৌরব

ধর্ম্ম কভু কারে নাহি ডরে,
কালে ধর্ম্ম-বল ফলে;
কাল পূর্ণ বিনা
অত্যাচার না পায় চরম সীমা।

ঐ—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

ধর্ম্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন-সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম্ম-সাধনের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ধর্ম্ম

ধর্ম্ম, সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সফলতার সদুপায়

মানব-চরিত্র-সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব, এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

ধর্ম্মই সমাজকে ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।

ঐ—ঐ

কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যেমন সোণার ভাল-মন্দ বুঝিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম দ্বারাই কোন্ বিষয় উচিত-অনুচিত বুঝিতে হয়।

ঐ—ঐ

স্ব-সুখে স্পৃহাশূন্যতাই ধর্ম্ম।

শ্রীঅরবিন্দ—ধর্ম্ম

ধর্ম্মই একমাত্র পরম বন্ধু, মৃত্যু হইলেও জীবকে পরিত্যাগ করে না।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—পরিব্রাজকের বক্তৃতা

পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে মিথ্যা কথা।
দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে,
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য ; চল সেই পথে ;
ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।

নবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যেমন কোন বাহ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক কোন কার্য্যই ধর্ম্ম-সূত্রকে ছাড়িয়া পরিচালিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

ধর্ম্ম-বলই চরিত্র-বল ও স্বাবলম্বনের মূল।

শশধর রায়—পরবশতা

ধর্ম্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-ভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিন-রাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

ধর্ম্ম মত-মতান্তরে নাই, তর্ক-যুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম হচ্ছে হওয়া—ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভক্তিরহস্য

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

প্রবাদ

ধর্ম্মের ভরা ভেসে উঠে,
পাপের ভরা ডুবে যায়।

ঐ

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।

মনু ৮।১৫

ধর্ম্মাত্মা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদ্‌মায়েসও চেষ্টা-চরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মকতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

ধর্ম্মানুষ্ঠান

মৃত্যু মনুষ্যের কালাকালের প্রতীক্ষা করে না, মনুষ্যের ধর্ম্ম-সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন মৃত্যু-মুখে স্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।

মহা° শান্তিপর্ব্ব

ধৃতি

চিত্তের সংযমকারিণী শক্তিই ধৃতি।

চ° সংহিতা, শারীরস্থান—১ অঃ

ধৈর্য্য

ধৈর্য্য সকল দুঃখেরই মহৌষধ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরি শত বজ্র গর্জ্জিবে—গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!

গোবিন্দচন্দ্র দাস—ধৈর্য্য ধর

ধ্যান

রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির যে সুষ্ঠু চিন্তন, তাহার নাম ধ্যান।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ২ লহরী

কাষ্ঠে কিংবা শিলাতে দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, কেবল ভাবেই দেবতার অধিষ্ঠান হয়, অতএব ভাব (ভক্তি) মুক্তির কারণ জানিবে। যাহাতে ভাব (ভক্তি) জন্মে, তাহা করিলেই তাহার মুক্তি হইতে পারে।

গরুড় পুরাণ—উ° খণ্ড, ৩৭ অঃ

ভণ্ড

সবার বাড়া শত্রু সে—
দূর করে দে, ভণ্ড যে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভণ্ডামি

মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে,
শাস্ত করলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি
হেরি সাপের চোখে।

প্রবাদ

ভয়

ভয় করিও না ; সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

যে ভয় মনুষ্যকে দুষ্কৃতি হইতে নিবারণ করে, সৎকার্য্যে মতি দেয়, অথবা সামাজিক শাসনের অধীনে আনে, সে ভয়ের প্রশংসা করি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ভ্রান্তি-বিনোদ

যাবৎকাল ভয় উপস্থিত না হইবে, তাবৎ ভীত ব্যক্তির ন্যায় প্রতীকার চিন্তা করিবে। কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভয়ের ন্যায় হইয়া তাহার সংহার করিবে।

মহা° আদিপর্ব্ব

ভাবী দুঃখের ভাবনাকে ভয় বলে।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

ভাব

যাহাকে আমরা বলি ভাব, তাহা বিবিক্ত অবস্থায় ভাবনার বীজ, এবং মূর্ত্তিমান্ অবস্থায় ভাবনার ফল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সার সত্যের আলোচনা

বুদ্ধিবৃত্তি বিচার-শক্তি খুব ভাল জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু উহা বেশী দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

ভার্য্যা

ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল; এবং ভার্য্যা এই সংসার-উত্তরণের নিদান।

মহা° আদিপর্ব্ব

ভার্য্যার সমান আর ঔষধ নাই; ভার্য্যা মনুষ্যের সকল দুঃখের ঔষধ-স্বরূপ।

ঐ—বনপর্ব্ব

ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥

কাশীরাম দাস—মহা° আদিপর্ব্ব

ভার্য্যা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবে, হিতকর্ম্মে তাহার সখীর ন্যায় হইবে, এবং দাসীর ন্যায় তাহার আদিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবে।

ব্যাস-সংহিতা

ভালবাসা

ভালবাসার নাম ঈশ্বর।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

ভালবাসার নাম দেওয়া,—নেওয়া নয়।

ঐ—দেলদার

ভালবাসার নাম বিকাশ—হৃদয় প্রস্ফুটিত হয়। তা'তে মধু থাকে—গরল থাকে না।

ঐ—ঐ

ভালবাসাটি প্রস্ফুটিত হৃদয়-পদ্ম। উহা একেবারে ফাঁপিয়া উঠে না। উহা অতি অল্পে অল্পেই উঠে—আদৌ নাল, পরে বৃন্ত, অনন্তর মুকুলভাবে অবস্থিত হয়, এবং পরিশেষে বায়ু, সলিল, তাপের সহযোগে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভালর জন্য তাহাকেও ছাড়িতে পারি, এই ভালবাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ঐ—ঐ

মাধ্যাকর্ষণ যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভালবাসা সেইরূপ আমাদের সমাজকে বাঁধিয়া

রাখিয়াছে। ভালবাসা বা প্রণয় না থাকিলে সমাজের স্থিতি হয় না।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—মানস তত্ত্ব

সংসারে যে যত ভাল বাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত

ভাষা

ভাবের ও অভাবের অভিব্যক্তি যাহার দ্বারা হয়, তাহাকেই ভাষা বলে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যের বৈঠক

ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভাব্‌বার কথা

ভাষা একটি জীবন্ত জিনিষ। কুম্ভকারের প্রতিমার মত বা গৌরীপুরের কলের মত গড়া-পেটা পদার্থ নহে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে হইবে. গতি বুঝিতে হইবে। স্রোতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়া জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য-পথে যাইবেই; কোন

খানেই দক্ষিণ-বাহিনীকে উত্তর-বাহিনী করিতে পার না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—অভিভাষণ

মনের ভাব প্রকাশ করাই ভাষার কাজ। ভাব-সম্পদ্ যতই অধিক হইতে থাকে, শব্দ-সম্পদেরও ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার

অর্থযুক্ত ও ভাব-প্রকাশোপযোগী শব্দ এবং সেই শব্দ-পরম্পরার বিন্যাসকেই ভাষা বলি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সমালোচনা-সোপান

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বাঙ্গালা ব্যাকরণ

ম

মঙ্গল

যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল।

গরুড় পুরাণ—৮৭ অঃ

মন

মন ধোপা-ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ্ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ্ ধ'রে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

চিত্তবৃত্তি যেন একটি স্বচ্ছ হ্রদ। রূপ-রসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মক। ঐ সংকল্প-বিকল্প থেকেই বাসনা উঠে।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

মনটা কি জান? যেন ভাঁটার মতন—যে দিকে গড়িয়ে দেবে, সেই দিকেই গড়িয়ে যাবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, করে খেলা ;
অভিমানী মন
'ভাবে সে-সকল আপনার ক্রিয়া বলি!

ঐ—বুদ্ধদেব

মনে করি মনকে ধরি, পারি নি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায়, উপায় কি করি—
অবশে যাই গো ভেসে, মন তো নয় মনের মতন।

ঐ—নসীরাম

চুপ ক'রে মন ব্যাটাকে দেখি, খালি ব্যাটা ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফিরছে; কেন যে, তা মনের কথা মনই বুঝে না, বল্‌বে কি? বলে ব্যাটা—সুখের জন্যে ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখের কাজেই ঘোরে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

আপন হইয়ে, নহে সে আপন,
মন যে আপন-হারা,
যদি মনে হয়, মন রাখি বেঁধে,
দু'নয়নে বহে ধারা।

ঐ—ঐ

মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলী। সরষের পুঁটলী একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে উঠে, তেমনি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

জ্ঞানই বল আর অজ্ঞানই বল, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই

সাধু এবং মনেতেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী।

মহা° বনপর্ব্ব

যেমন বহ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা, সেইরূপ চাঞ্চল্য মনের ধর্ম্ম।

যোগ° রামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ১১২ সর্গ

নাটকাভিনয়-কালে নট যেমন বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করে, মনও তেমনি দেহ-মধ্যে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

ঐ—ঐ, ১১০ সর্গ

যেমন শূন্যময় জড় আকাশের নাম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তদ্রূপ এই শূন্যাত্মক মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না। এই মন কি বাহিরে কি অভ্যন্তরে কোন স্থানেই কোন রূপে নাই, অথচ সর্ব্বত্রই আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

ঐ—ঐ, ৪ সর্গ

সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত বিষ্ণুর মায়া-বিলাসই মন; সেই মনই এই জগৎ।

ঐ—ঐ, ১০৯ সর্গ

জলদ-জাল যেমন অনিল-দ্বারা উদিত হয়, পুনরায় বায়ু-দ্বারাই বিলীন হয়, তদ্রূপ মনোদ্বারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং মনোদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য—বি° চূড়ামণি

মনন

মনন শব্দের অর্থ মনের ক্রিয়া বা ব্যাপার। লূতাতন্তুর ন্যায় অথবা ক্ষৌমকীটের ক্ষৌমকোষের ন্যায় মন সর্ব্বদাই কিছু বুনিতেছে; আপনার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-সামগ্রী সকলের সাহায্যে সর্ব্বদাই নব নব আদর্শ রচনা করিতেছে, মনের এই যে অবিশ্রান্ত গঠন-কার্য্য, ইহার নাম মনন। ইহা মানবেরই স্বধর্ম্ম, অপর জীবে নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মনস্বী

কুসুমস্তবকের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিদিগেরও দুইটি অবস্থা হইয়া থাকে, হয় ত মস্তকে অবস্থান, না হয় ত বনেই পতন।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১১০ অঃ

মনুষ্যত্ব

মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য।

ঐ—মনুষ্যত্ব কি

মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মনুষ্যত্ব

মমতা

দুঃখের কারণ কি?—মমতা।

শঙ্করাচার্য্য—ম° রত্নমালা

মহত্ত্ব

এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া, সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব-লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী—সাহিত্য-রত্নাবলী

মহাত্মা

কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু-কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন; কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছ্বলিত মনোবৃত্তিসকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন—সেই ব্যক্তি মহাত্মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষবৃক্ষ

মা

মা গুরুজন—ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু; পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ।

মহানির্ব্বাণ—৮।২৯

যার মার মুখ না মনে পড়ে, তার পৃথিবীর অতি অল্প ভগ্নাংশই মনে পড়ে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—দীননাথ

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুখে,
আগে নাম উঠে মুখে—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র,—মানব-তারণ!
যার শব্দে যমচরে,
নিকটে আসিতে ডরে;
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন!
নিলে নাম রসনায়,
হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি-পিশাচী দ্রুত করে পলায়ন!

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—মহিলা

মাতৃস্নেহ

সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার।
মাতৃস্নেহ-পারাবার অতল অপার॥

প্রবাদ

নাহি বুঝি ধর্ম্ম আমি না বুঝি অধর্ম্ম।
মাতৃ-আজ্ঞা ধর্ম্ম মম মাতৃ-আজ্ঞা ব্রহ্ম॥

কাশীরাম দাস—মহা°

মান

মান ক'রে এ মান গেল, আর মান করিব না।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা?

শ্রীধর কথক

যাহার মান ও দর্প নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধনে ও জীবনে কোন ফল নাই। মানহীন মানবের মরণই শ্রেয়ঃকল্প।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১১৫ অঃ

মানবজাতির শত্রু

যিনি কোনপ্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা শাসনের কল

যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

ঐ—বিবিধ প্রবন্ধ

মানুষ

মানুষ কালের ক্রীড়া। কাল-স্রোতঃ হায়!
যখন যে পথে বহে, সে পথে ভাসিয়া
যায় নরগণ তৃণ-সমষ্টির প্রায়।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

চণ্ডীদাস

ঈশ্বর-তত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ

মানুষ চিরদিন দেবতার নাম করিয়া কেবল মানুষকেই খুঁজিয়াছে। আমাদের বেদের বড় বড় দেবতারা বড় বড় মানুষ।

চিত্তরঞ্জন দাশ—নারায়ণ

মায়া

মায়া কি? না—ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অদ্বৈতমতের সমালোচনা

ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা-প্রকৃতি বা মায়া।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঠেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল।

আবার একটু পরেই আপনা-আপনি পুরে এল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধু সঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই। একটু পরেই বিষয়-বাসনা আবরণ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

রহস্য—রহস্যময়,
রহস্যে মগন রয় ;
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বোলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—সাধের আসন

যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না, বা সে মিছা বড়াই করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ

মায়া একপ্রকার মিথ্যা আকৃতিমাত্র; তাহা যেরূপ দেখায়, প্রকৃত সেরূপ নহে; তাহা মনে কেবল ভ্রম জন্মায়।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—সাংখ্যদর্শন

মার

বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'মার'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ-চরিত্র

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা হইল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। মিতব্যয়িতা নষ্ট হইলে সংসারের আর প্রাণ থাকে না—সমস্ত শিথিল হইয়া যায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

মিত্র

মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

অক্ষয়কুমার দত্ত—মিত্রতা

যিনি স্নেহ-প্রদর্শন, হর্ষ-বর্দ্ধন, প্রীতি-সম্পাদন, রক্ষা-বিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র।

মহা° কর্ণপর্ব্ব

মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

রামা° কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

স্বভাবের সম্মিলনবশতঃ যে মিত্র হয়, তাদৃশ মিত্র ভাগ্যেই মিলে; যে হেতুক সেই অকৃত্রিম মিত্রতা আপৎকালেও যায় না।

হিতোপদেশ

মিথ্যা

মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ; ঐ অন্ধকার-প্রভাবে লোকের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে; অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে লোক প্রকাশ-রূপ সত্য দেখিতে পায় না।

মহা° শান্তিপর্ব্ব

এক মিথ্যা অন্য মিথ্যাকে প্রসব করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

ভাঁরতচন্দ্র রায়

মিছা বাণী সেঁচা পাণি কতক্ষণ রয়।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত

যাহা, যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানার নাম মিথ্যা জ্ঞান।

মানব-তত্ত্ব

মিলন

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে,
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে!

ভারতচন্দ্র রায়

মুক্ত

যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সে ইহলোকেই মুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

মূর্খ

মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন. যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্য ব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ।

ঐ—মৃণালিনী

যাহারা শঠতা-দ্বারা মিত্রতা, কপট-বৃত্তি-দ্বারা ধর্ম্ম, পর-পীড়া-দ্বারা সম্পৎ, বিনা পরিশ্রমে বিদ্যা, এবং কঠোর ব্যবহারে রমণীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই মূর্খ।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড

মৃত্যু

স্মৃতি লোপ হয় কি মরণে,
মরণে কি জ্বালা হয় দূর ?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন ?

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নসীরাম

মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

জীবের অত্যন্ত বিস্মৃতিকেই মৃত্যু বলা যায়।

গরুড় পুরাণ—উ° খণ্ড, ২ অঃ

হায় এমনি ক'রে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ !

তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ শোণিতে ?
কাণে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?
শেষে পসারিয়া তব হিমকোলে
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মরণ

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূ-ভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক

প্রিয়ের মরণে শল্য উপজে অন্তরে,
তাই শোকে সন্তাপিত হয় মূঢ় জন ;
জ্ঞানী লোকে জানে মৃত্যু শল্যের মোচন,
মরণ, তাঁহারা গণে, মুকতির তরে।

নবীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ, ৮ সর্গ

হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!

অক্ষয়কুমার বড়াল—এষা

মোক্ষ

মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

মোহ

হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে মনের যে মূঢ়তা অর্থাৎ বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ৪ লহরী

য

যত্ন

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।

ভারতচন্দ্র রায়

শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ—বর্ত্তমান ভারত

যুক্তি

যে বুদ্ধি বহুবিধ কারণ হইতে বহুবিধ ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধির নাম যুক্তি।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান—১১ অঃ

যুদ্ধ

এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

যোগ

যোগ শব্দের অর্থ চিত্তের একাগ্রতা।

কূর্ম্মপুরাণ—উ° ভাগ, ১৫ অঃ

মন্ত্রাভ্যাসই যোগ। যোগ ব্যতীত মন্ত্র নাই, মন্ত্র ব্যতীত যোগও নাই।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নীচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নীচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নীচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

বহির্ব্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্ব্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখীন করিতে হয়। মনের এই একাগ্রতাকে যোগ আখ্যা দিয়া থাকি।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

বাহ্য ও অন্তঃকরণ এই দ্বিবিধ করণ বা ইন্দ্রিয়ের স্থির—অচল ধারণার নাম যোগ।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ—কঠোপনিষৎ

পণ্ডিতগণ আত্মা মনঃ-ইন্দ্রিয়গণের সংযোগকেই যোগ বলিয়াছেন।

দেবীপুরাণ—৩৭ অঃ

যোগমায়া

অসাধ্যসাধিকা ভগবৎ-শক্তির নাম যোগমায়া ; যোগমায়া অসত্যকে সত্য বলিয়া দেখাইতে পারেন।

নীলকান্ত গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

যোগী

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও যাঁহার জ্ঞেয় না হয়, তিনি যোগী,—অর্থাৎ ঐটিই যোগের লক্ষণ।

দেবীপুরাণ—১১ অঃ

যোগ্যতা

যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অবস্থা ও ব্যবস্থা

যৌবন

বয়সে কি যৌবন যায় ? * যৌবন যায় রূপে আর মনে ; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা ; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার

মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার মনে রস আছে, সে চিরকাল নবীন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনী

মানবের যৌবনটুকু সোণার স্বপন জীবনে।
সাজায় সোণার সাজে মণির কাজে মনোমাঝে
ভুবনে ॥

হৃদয়-তারে মধু ঝরে বাজে নূতন তান,
লতায়-পাতায় কি কবিতা ফুলে ফুলে গান,
যায় খড়ের কুঁড়ে সোণায় মুড়ে সুধার ক্ষুধা লবণে ॥

অমৃতলাল বসু—নব যৌবন

যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়-তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়-গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী

র

রচনা

রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে,

এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষা

রস

যাহাতে জীব আনন্দলাভ করে, তাহাই রস।

বিপিনচন্দ্র পাল—সংসার ঘোরে

যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই রস; শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা রস নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য-সম্মিলন

যাহা ঈশ্বরানুভূতির অবলম্বন, যাহা সাধনার পথ-নির্দ্দেশক, তাহাই রস।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—রসোল্লাস

রসনা-গ্রাহ্য পদার্থের নাম রস।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান—১ম অঃ

'রস' জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবল-মাত্র নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাস্তব

রহস্য

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান্,
রহস্যে বিরাজমান ভব।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—সাধের আসন

রাজনীতি

গরীবের তেল-নুনের উপর বাটা চড়ানই রাজনীতি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—রূপক ও রহস্য

ধর্ম্মনীতির উপদেশ এই যে, কাহারও কোন দ্রব্য অপহরণ করিও না; কিন্তু রাজনীতির নিয়ম এই যে, ছলে হউক, বলে হউক, পরস্ব অপহরণ করাই পুরুষত্ব, এবং এইরূপ কার্য্যই পৃথিবীর আদিম কালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সভ্য-অসভ্য সকল দেশেই চলিয়া আসিতেছে।

ঐ—সাধারণী

রাস

রাস সেই ক্রীড়া, যাহাতে 'রস' পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রাসলীলা

রূপ

রূপ রূপবানে নাই, দর্শকের মনে; নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রজনী

শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে।

ঐ—সীতারাম

যাহার দ্বারা অলঙ্কারসকলের শোভা সমধিক-রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে রূপ কহে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

রূপের দুইটি ভাব—মধুর ও মঙ্গল। মাধুর্য্য ও কল্যাণের সমাবেশ স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গল-ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে, ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়—তাহাই মাধুর্য্য। সম্ভোগের আবর্ত্তে মাধুর্য্যই জীবকে টানিয়া আনে। মঙ্গল কিং স্বরূপ? আত্ম-দানই মঙ্গল। পূর্ণতা যখন উপস্থিত হইয়া অপরকে ভরপূর করে, বাসনাকে সমাহিত করে,

সম্ভোগের প্রমোদকে বিশুদ্ধানন্দে পরিণত করে, তখনই শিব-স্বরূপের দর্শন হয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—সন্ন্যাসীর চিঠি

রূপে সই মন মজে না, যে বলে,
সে মন বোঝে না।
ভাসতে সদা রূপ-সাগরে মনের বাসনা,
খেলে প্রেম রূপ-লহরে, রূপের টানে প্রাণ টানে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পারস্থ প্রসূন

রোদন

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্য-মধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মৃণালিনী

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—
তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রবাসে

যেখানে সকলের জন্য সকলে কাঁদে, সেইখানেই স্বর্গ। করুণ রস—স্বর্গের সামগ্রী—দুর্ল্লভ পদার্থ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান,
তার, মলিন মুখে অশ্রুটুকে দেখ্‌তে জুড়ায় প্রাণ!
জলের ভারে চক্ষু নত,
বদ্ধ মুক্তা স্রোতের মত,
পদ্ম-ভাঙ্গা মত্ত রাঙ্গা কাজল-মাখা বান!
কখন পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোমল বোঁটা,
পউষ-মাঘে পাতার আগে শিশির লম্বমান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—কান্না-অভিমান

ল

লজ্জা

শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সীতারাম

অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

মহা° বনপর্ব্ব

লজ্জাশীলতা বড়ই মিষ্ট জিনিষ। উহাতে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত এবং অসুন্দরীর অসৌন্দর্য্য সহস্রমাত্রায় তিরোহিত হয়। লজ্জাশীলতা মনুষ্যের ধর্ম্ম—পশুর ধর্ম্ম নয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়— পারিবারিক প্রবন্ধ

লেখক

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

লোক-ভয়

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
পাছে লোকে কিছু বলে।

কামিনী রায়—আলো ও ছায়া

লোকাচার

লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড় পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে তো মস্তিষ্ক নাই; সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার

নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে, সে তাহাকে ঘৃণা করে; যে তাহাকে ভয় করে, তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লোপ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সমাজ

লোভ

লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইলে লজ্জা অপগত হয়, লজ্জা অপগত হইলে ধর্ম্ম হত হয়, ধর্ম্ম হত হইলে মঙ্গল নাশ হয়।

মহা° উদ্যোগপর্ব্ব

শ

শক্তি

শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান্—শক্তির আকর; ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে; জলধরে
বর্ষে বারি-ধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর;—জেনো স্থির,
শক্তি সেই মত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কালাপাহাড়

শক্তি-সাধনার প্রধান বীজ—আত্ম-চেষ্টা এবং আত্ম-নির্ভরতা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—মহাপূজা

শক্তিই জগতে একমাত্র সত্তা, বস্তু তাহারই বিকাশমাত্র।

শশধর রায়—বস্তু ও অবস্তু

যদ্দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়, তাহাকে শক্তি বলে।

আয্যশাস্ত্র প্রদীপ

শত্রু

শত্রু-পক্ষের বৃদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি কৃপাবশতঃ শত্রুর শেষ পরিত্যাগ করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় নিধন প্রাপ্ত হয়।

দেবীপুরাণ—৪ অঃ

শপথ

কথায় কথায় যাহারা শপথ করে, আপনার কথায় তাহাদিগের বিশ্বাস নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

শরীর

শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের আদি উপায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

ধর্ম্মের গৃহস্বরূপ শরীরকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। দেহ ব্যতীত সেই পরমপুরুষ মহাদেবকে লাভ করা যায় না।

কূর্ম্মপুরাণ—উ° ভাগ, ১৫ অঃ

শাস্ত্র

শাস্ত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহা দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায়। এবং আপনার বুদ্ধি চক্ষুস্বরূপ।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান—৯ অঃ

শাস্ত্র তাহারই নাম, যাহা তোমার আমার অতীন্দ্রিয় অনধিগত অচিন্তিত বিষয়ের প্রদর্শন-কর্ত্তা। প্রত্যক্ষ যেখানে অন্ধ, অনুমান যেখানে পঙ্গু, সেইস্থানেই শাস্ত্রের একাধিপত্য।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—তন্ত্র-তত্ত্ব

চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে, তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্চে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

বুঝিবার দোষে শাস্ত্র, অশাস্ত্র বলিয়া মনে হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ

আমার মনের সঙ্গে যে অংশ মিলে না, তাহা ভুল, আমার মনের সঙ্গে যাহা মিলে, তাহাই ঠিক,—এ ভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ

যাহা ভগবদ্ভক্তির প্রতিপাদক হয়, ভক্তি-বিষয়ে তাহাকেই শাস্ত্র বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ২ লহরী

শাস্ত্র-চক্ষু

যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করে, তাহাকে শাস্ত্র-চক্ষু কহে।

ঐ—দ° ১ লহরী

শিক্ষা

সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাতীয় বিদ্যালয়

সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

ধ্যান ক'রবে মনে, কোণে ও বনে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

যে রূপ দর্শন করিলে নিজ-নেত্র পরিতৃপ্ত হয়, সেই ভাবের চিন্তন করাই ধ্যান।

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র—২।৬৫

বুদ্ধি, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমনপূর্ব্বক পরমপুরুষ বিশ্বেশ্বরের প্রতি নিবেশিত করাকে ধ্যান কহে।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ২৪০ অঃ

শূন্যগত মনই কেবল ধ্যান, অন্যরূপ ধ্যানকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না।

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র

মনকে একাগ্রভাবে চৈতন্য মধ্যবর্ত্তী করিয়া সেই মন-দ্বারা আত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করাকে ধ্যান বলে।

তন্ত্রসার (পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত)

ন

নরক

অত্যন্ত সংসারাসক্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নামই নরক।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—নিরালম্বোপনিষৎ

নরোত্তম

যার অঙ্গে নাহি বিন্ধে অঙ্গনা-নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন,
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে,
সেই নরোত্তম।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পূর্ণচন্দ্র

নাটক

জীবন-যাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের নাম নাটক।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—বি° সংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড

অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রিত করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন-দ্বারা সুন্দর গল্প-রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃ-

প্রকৃতি-দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থ-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ১২৮০

মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জীবন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—বাঙ্গালা নাটক

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন; সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আমূল গল্প করিতে হইবে। নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে,—বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পৌরাণিক নাটক

নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ভগ্নহৃদয়ের' ভূমিকা

নাটক কি? এক কথায় উত্তর দিতে হইলে, বলা যাইতে পারে, নাটক কাব্য-সংসারের কর্ম্মী।

নাটক কর্ম্ম-শরীরী, কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মমূলক। নাটক—কর্ম্মের সম্পাদন এবং সম্প্রসারণ; কর্ম্মের একতা এবং পূর্ণতা।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—নাটক

নাম-মাহাত্ম্য

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার তার কোন-প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

এক নামে মুক্তি পায় নরে—
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—জনা

নারী

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—বঙ্গসুন্দরী

প্রাণিগণের শৃঙ্খল কি ?—নারী।

শঙ্করাচার্য্য—ম° রত্নমালা

নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল।

কালিকাপুরাণ—৯ অঃ

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল-পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য-মেঘে স্বর্গের আভাস!
এ নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।

অক্ষয়কুমার বড়াল—প্রদীপ

মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাঙ্গালা দেশে যাঁতি থাকে ;—অর্থাৎ, ঐ শক্তি-রূপ কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

নারীই সাক্ষাৎ-মূর্ত্তিতে প্রকৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তি-শক্তি। নারী জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী, জগদ্ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী। নারী ভব-সাগরের তরণী, জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—মহাপূজা

নারী-ধর্ম্ম

আমরা নারী বিশ্ব-জননীর ছবি
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা-মত অজস্র জননী-প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।

নবীনচন্দ্র সেন – কুরুক্ষেত্র

নিদ্রা

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
আয় রে সকলে কোলেতে আমার।
বুলা'য়ে নয়নে কর ধীরি ধীরি,
মিটাইব শ্রম-যাতনা অপার।
জননীর চেয়ে করিব যতন,
ব্রত মম পর-যাতনা-মোচন।

রাজকৃষ্ণ রায়—অ° সরোজিনী

নিদ্রার ন্যায় শান্তিদায়িনী সংসারে আর কিছুই নাই। নিদ্রা মানুষের প্রিয়তমা সহচরী।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা

দেহ-সম্বন্ধে আহার যেরূপ প্রয়োজনীয় ও সুখকর, নিদ্রাও তদ্রূপ।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

নিন্দা

সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর

পাপাত্মার বদন-বিবরে,
কে ঘোর ভুজঙ্গী তুমি, জ্বালাইছ বিশ্বভূমি
চিরদিন কুপিত অন্তরে!

হরিশচন্দ্র মিত্র—পদ্য-কৌমুদী

নিয়তি

কৃত আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি আয়ত্তাতীত দোষগুণবিহীন, পরিচ্ছিন্ন, নিত্য স্ব-স্বভাবে প্রভাময়ী।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রীক এবং হিন্দু

যে কারণের যে কার্য্য, বিলম্বে বা সত্বরে অবশ্যই হইবে। ইহারই নাম নিয়তি।

দণ্ডিপর্ব্ব—৩ অঃ

নির্ভয়

ঈশ্বরে যে করে ভয় নির্ভয় সে-জন।

হরিশচন্দ্র মিত্র—কবিতা-কৌমুদী

নির্লিপ্ত

জগতের সুখমাত্র সুখ আপনার,
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম্ম-মূলে, কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার, নির্লিপ্ত সে জন।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

নিশ্চেষ্ট

নিশ্চেষ্ট হওয়া একটি অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নিশ্চেষ্ট অবস্থা

নিষ্কাম

যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

নিষ্ঠা

একটির উপরে প্রাণ-ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

ন্যায়

যদ্দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায়, সত্য জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহা ন্যায়।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

ন্যায়শাস্ত্র

অনুমান-প্রণালীর নাম ন্যায় ও তদ্বোধক শাস্ত্রের নাম ন্যায়শাস্ত্র।

কালীবর বেদান্তবাগীশ—ন্যায়দর্শন

ন্যায়ানুগামিতা

মাতৃভক্তিই বল আর যাহাই বল, ন্যায়ানুগামিতার সহিত থাকিলেই সব রক্ষা পায়। উহাই ধর্ম্ম—উহাই সকলকে ধারণ করে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

প

পথ্য

ঔষধ অপেক্ষা পথ্য শীঘ্র নীরোগ করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

পদার্থ

আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি, তৎসমুদায়ই পদার্থ।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—সাংখ্যদর্শন

পরকীয়া

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজ-বধূগণের এই ভাব নিরবধি,
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

পরবশতা

পরবশতাই নরক। যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করে, তাহার নরক-ভোগবৎ যন্ত্রণা হয়।

শঙ্করাচার্য্য—প্র° রত্নমালিকা

যাহা পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহাই সুখ। সুখ-দুঃখের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।

মনু—৪।১৬০

পরমহংস

পরমহংস ক'াকে বলি? যিনি হাঁসের মত দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারবেন। আবার পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

পরোপকার

পরোপকারই ধর্ম্মের একমাত্র সাধন, অপকারই ধর্ম্মের একমাত্র অন্তরায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

পাঁচালী

গান ও ছড়া একত্র আমরা পাঁচালী বলি।

ঐ—পিতা-পুত্র

পাতিব্রত্য

স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম পাতিব্রত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

পাপ

পাপের কথন পবিত্র ফল হয় না।

ঐ—আনন্দমঠ

যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণকান্তের উইল

পাপের ধর্ম্মই এই যে, পাপ কখন কাহাকেও পূরা বিশ্বাস করিতে পারে না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—ম্যাকবেথ ও হামলেট

যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

তাহাই পাপ, যাহার কর্ম্মফল মন্দ। কর্ম্মফল ধরিয়াই শাস্ত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র বসু—ফলশ্রুতি

অনেক সময়ে পাপ, পুণ্যের বেশ ধরিয়া আইসে। সয়তান গরদের ধুতি পরিয়া তিলক কাটিয়া উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—লোক-ভয়

যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবনবেদ

পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয়, কে জানে? পাপের একটা বীজ যেখানে পড়ে, সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বীজ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানব-সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়, তাহা কেহ জানিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজর্ষি

যেখানে পাপ, সেইখানেই নানাপ্রকার পরিতাপ।

দণ্ডিপর্ব্ব—৫ অঃ

বিষের জ্বালা অপেক্ষাও পাপের জ্বালা ভয়ানক।

ঐ—১৮ অঃ

পাপাচারী

পাপাচারী ব্যক্তি পাপ করিয়া মনে করে, আমার পাপ কেহই জানিতেছে না। কিন্তু দেবতারা তাহা জানিয়া থাকেন, এবং অন্তরে যে-পুরুষ বসতি করেন, তিনিও তাহা অবগত হন।

মহা° আদিপর্ব্ব—৭৪।২৭

যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া ভদ্র-সমাজে আপনাকে অন্যপ্রকার পরিচয় দেয়, সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী ; সে আত্মাপহারী চোর।

মনু—২৫৫

পিতা

পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।

মহা° বনপর্ব্ব

সর্ব্ব শাস্ত্রে করে গান
পিতা মহা হইতে মহান্,
জগতে সচল মূর্ত্তি বিভু নারায়ণ।
উচ্চতায় একাদশ বিরাট আকাশ
তোমার চরণ-প্রান্তে শির করে নত।
শত আচার্য্যের সম গুরুত্ব তোমার,
তুমি হে দেবতা—দেবতার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ভীষ্ম

পিরীতি

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি।

চণ্ডীদাস

পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে॥

চণ্ডীদাস

পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা।

ঐ

সবাই কহয়ে, পিরীতি-কাহিনী,
কে বলে পিরীতি ভাল!
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর ধসিয়া গেল।

জ্ঞানদাস

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ—
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

ভারতচন্দ্র রায়

পূজিব পিরীতি প্রেম-প্রতিমা করে নির্ম্মাণ,
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান।
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব প্রাণ।

রামনিধি গুপ্ত

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে লো রাখিতে,
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে।

রামনিধি গুপ্ত

পুরাণ

বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

ঐ—কথোপকথন

পুরাণগুলিকে অলীক কাব্য-রচনামাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্য।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

যাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রজা সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা হয়।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ২২৭- অঃ

পুরুষ

যে ব্যক্তি আপনার বলেই শত্রু জয় করিতে উদ্যত হয় এবং অভীত হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে, সেই পুরুষ।

মহা° উদ্যোগপর্ব্ব

শত্রু বশীভূত ও হস্ত-প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তিনিই পুরুষ।

ঐ—শান্তিপর্ব্ব

যে পুরুষের পৌরুষ-দ্বারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি দৈব নিবন্ধন বিপন্ন হইয়াও অবসন্ন হন না।

রামা° অযোধ্যাকাণ্ড

পুরুষকার

মূঢ় ব্যক্তিরাই দৈব কল্পনা করিয়াছে। যাহারা দৈবপরায়ণ, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকারেই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।

যোগ° রামায়ণ—মু° বা° প্রকরণ, ৮ সর্গ

বৃষ্টি না হইলে কৃষি সম্পন্ন হয় না, অথচ বৃষ্টি হইলেও পুরুষকার আবশ্যক; অতএব জিগীষু ব্যক্তি পুরুষকারে যত্ন করিবে।

দেবীপুরাণ—২০ অঃ

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি পরে জানি
কমলা সদয়।
'পরে করিবেক দান এ অলস-বাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি কর পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে;
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সফলতার সদুপায়

পুরুষার্থ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সংযমে সাম্যে ও মৈত্রীতে যে চরম স্বাধীনতার গোড়া পত্তন, গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি-বন্ধনের মধ্যে, যার শুদ্ধিলাভ, বানপ্রস্থের ধ্যান-চিন্তনে যার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাসের চূড়া-শিখরে

তারই পূর্ণ প্রকাশ। এই স্বাধীনতাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

বিপিনচন্দ্র পাল—চরিত্র-চিত্র

পৌত্তলিকতা

প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সমালোচনা

প্রকৃতি

ব্রহ্ম হইতে জাত জগতের বিবিধ বিচিত্র নির্ম্মাণ-নিপুণ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—নিরালম্বোপনিষৎ

প্রণয়

সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা

প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

ঐ—ঐ

প্রতাপী

যিনি আপনার পৌরুষ-দ্বারা শত্রুগণকে প্রতপ্ত করেন, তাঁহাকে প্রতাপী কহা যায়।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

প্রতিধ্বনি

পরের দুখেতে দুখী পরের সুখেতে সুখী,
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে।
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি মজি' কুতূহলে।
নাহিক তোমার কায়া, নাহিক তোমার ছায়া,
কেবল বচন-সুধা বদন-কমলে;
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

রাজকৃষ্ণ রায়—অ° সরোজিনী

প্রতিভা

অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষ

প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করে।

শিবনাথ শাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্র

সদ্য নব নব উল্লেখকারী জ্ঞানশালীকে প্রতিভান্বিত কহে। অর্থাৎ কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে নূতন নূতন উত্তর প্রদান করার নাম প্রতিভ।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

প্রত্নবিদ্যা

যে বিদ্যার সাহায্যে পুরাতনের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম প্রত্নবিদ্যা।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয—প্রত্নবিদ্যা

প্রত্যক্ষ

আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সকলের পরস্পর-সন্নিকর্ষবশতঃ যে জ্ঞান জন্মে—এই কয়েকটির একত্রযোগে যে বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

প্রমাণ

যাহার দ্বারা কোন-বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়; প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের যাহা কারণ, তাহাকে প্রমাণ বলে।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

প্রাণ

যে শক্তি-দ্বারা শরীরের পোষণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে প্রাণ বলে।

ঐ

প্রাতঃস্মরণীয়

যাঁহাদের নাম-স্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গল-চেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃ-স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চারিত্র-পূজা

প্রার্থনা

প্রার্থনা গুরু, অসহায় জনের অপার সহায়।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবনবেদ

প্রার্থনা অভাব-জন্য, অভাব বাসনা-জন্য। বাসনাশূন্য মনুষ্য নাই; সুতরাং সকলেরই এক-প্রকার না একপ্রকার প্রার্থনা অবশ্যই হইবে।

প্যারীচাঁদ মিত্র—যৎকিঞ্চিৎ

বড়লোকের কাছে যাজ্ঞা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে দুঃখ নাই। ছোটলোকের কাছে যাজ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোট হইয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—মেঘদূত

প্রীতি

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর

যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।

ঐ—ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রেম

অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ।

ঐ—ভালবাসার অত্যাচার

প্রেম নয় স্বার্থপর,
আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পাণ্ডবগৌরব

প্রেমে চায় ভালবাসি,
পরাব না, পরবো ফাঁসি,

চায় না প্রেম কেনা-বেচা,
ভালবেসে পূরায় আশা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নল-দময়ন্তী

কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী, প্রাণ-মন জগদ্ব্যাপী হয়।

ঐ—নসীরাম

জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবন-গতি-নিয়ামক।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

ভবার্ণবে প্রেম ভেলা—
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—লক্ষ্মণ-বর্জন

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে,
কোথায় নে যায়, কে জানে!

ঐ— বিল্বমঙ্গল

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে
সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরি করে
পারাপার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—
এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত-আদি
দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে
সবার।
'দেব,' 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল
সবারে চালায়?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে!
প্রেমের প্রেরণ!!

স্বামী বিবেকানন্দ—বীরবাণী

প্রেমের আনন্দ-মাঝে মরণের ভয় নাই।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—বাউল-বিংশতি

প্রেমিক

যেই জন পুণ্যবান্,   কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে,   আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম-অবতার।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

ব

বশ্যতা

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না।

ঐ—ঐ

বাগর্থ

এই জগতে এমন একটি অর্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই এবং এমন শব্দ নাই, যাহা-দ্বারা কোন-না-কোন প্রকার অর্থের বোধ না হয়। সঙ্কেত-অনুসারেই শব্দসমূহ সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক

হয়। শব্দ ও অর্থ এই দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিবপুরাণ—বা° সংহিতা, ২৫ অঃ

বাধ্যতা

যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অবস্থা ও ব্যবস্থা

বারনারী

নরক দুস্তরে ডুবাইতে নরে
বারনারী ধাতার সৃজন।
অবয়ব নারীর সমান,
কিন্তু ঋক্ষ-ব্যাঘ্র-শ্বাপদনিচয়
তুলনায় কেহ নহে সমতুল।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মান, ধন, জীবন, যৌবন,
কুলটা সকলই হরে।
স্পর্শে তার নরকে নিবাস—
বারনারী এ হেন পিশাচী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিষাদ

কিন্তু তোর * অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে।
তোর সম বাহ্যরূপে অতি মনোহারী;
তোর সম শিরঃ শোভা রূপ-পদ্ম ফুলে।
কে সে? ক'বে কবি, শোন্, সে রে, সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে, ধর্ম্ম-পথ ভুলে।

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক-সিংহ-দুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যা-বাতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পতিতা

বারাঙ্গনাও সতী রমণীর চরিত্রের নকল করিতে পারে, তাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

পঞ্চানন তর্করত্ন—কামসূত্রম্

বাস্তব্

খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্য্যরূপে হাঁ বলেই মানি, সেই আমার পক্ষে বাস্তব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের স্বরূপ

* কেউটিয়া সাপ

বাহুবল

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না; এমন প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহ-জগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে। ইহার উপর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

ঐ—ঐ

বিকাশ

সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যত রকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে, ততই প্রত্যেকের বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য

বিঘ্ন

বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভ কর্ম্মের কর্ম্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য-সম্মিলন

শত প্রকারের বিরোধ-বাদ-বিসম্বাদের মধ্যেই মানুষ—মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়।

চিত্তরঞ্জন দাশ—অভিভাষণ

বিচার

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ড-দান
প্রবলের অত্যাচার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধারীর আবেদন

যে বস্তু বাস্তবিক যেরূপ, তাহাকে সেইরূপ ধারণা করার নামই বিবেক, আর সেই ধারণা স্থির করিবার নিমিত্ত যে নানাবিধ চিন্তা করিতে হয়, তাহার নাম বিচার।

শশধর তর্কচূড়ামণি—ধর্ম্মব্যাখ্যা

বিচারই এই দীর্ঘ সংসার-রূপ-রোগের মহৌষধ-স্বরূপ।

যো° রামায়ণ—মু° ব্য° প্রকরণ, ১৪ সর্গ

বিচ্ছেদ

বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষের ইতিহাস

বিদ্যা

বিদ্যা কুরূপ ব্যক্তিদিগের রূপ, বিদ্যা গুপ্তধন, বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয় করে।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড

বিধবা

বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কা'র মহৎ কার্য্য করবার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ করতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রতধর্ম্মপরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী? কা'র স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ?

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শাস্তি কি শান্তি

বৈধব্য একটি মহৎ ব্রত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

বিপদ

বিপদ অতি নির্দ্দয় গুরু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

এস, এস, হে বিপদ, ধরি ঊর্দ্ধ ফণা,
ফোঁস্ ফোঁস্ ফণীর মতন।
আমি জানি সর্প-মন্ত্র—হরি-আরাধনা,
ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন!
শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক্,
ইন্দু-শুভ্র-পবিত্রতা—অপূর্ব্ব মাণিক!

দেবেন্দ্রনাথ সেন—বিপদ

বিপদ ঔষধ-ধন,
মন করি' সংশোধন, করিয়া পাপ নিধন,
দেয় নিরাপদ।

প্যারিচাঁদ মিত্র—গীতাঙ্কুর

বিপ্লব

বিপ্লবই জগতের নিয়ম। শান্তিই মৃত্যু, শান্তিই নির্ব্বাণ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

বিবাহ

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা পুত্র-মুখ-নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ-সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর

বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

ঐ—কপালকুণ্ডলা

সংসার-রক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগ-সুখকে বলিদান দিতে হইবে, ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—জামাই-ষষ্ঠী

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়
সুখ-মন্দাকিনীর নিদান।

দীনবন্ধু মিত্র—পদ্য-সংগ্রহ

বিবেক

ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু—এর নাম বিবেক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

একমাত্র বিবেকই মানুষের সর্ব্বাপদুত্তারিণী তরণি।

শশধর তর্কচূড়ামণি—ধর্ম্মব্যাখ্যা

বিরক্তি

সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থের অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদির প্রতি যে স্বাভাবিকী অরোচকতা, তাহার নাম বিরক্তি।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ৩ লহরী

বিলাসিতা

অতিরিক্ত বাহ্য সুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্য পবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নূতন ও পুরাতন

দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

বিশুদ্ধ

কোনও বস্তু যখন নিজের প্রকৃতিতে অবস্থান করে, ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে যখন তাহা আত্ম-হারা হইয়া মিশিয়া না যায়, অথবা যতক্ষণ তাহা নিজের প্রকৃতির উৎকর্ষতা লক্ষ্য করিয়া চলে, ততক্ষণই তাহাকে বিশুদ্ধ কহা যায়।

বিপিনচন্দ্র পাল—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

বিশ্ব-সংসার

এই বিশ্ব-সংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য-প্রাপ্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর

বিশ্বাস

বিশ্বাস অর্থে কিছু মেনে লওয়া নয়—বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা—উহাতে হৃদয়-কন্দরকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

মানবজীবনে বিশ্বাস অপেক্ষা বলপ্রদ বৃত্তি আর নাই। জগতে যত মহৎ কার্য্য হইয়াছে, সমস্তই বিশ্বাস-বলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিশ্বাস

উপাসনার মূল ভিত্তিই বিশ্বাস।

নীলকান্ত গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

প্রবাদ

বিশ্বাস এবং সন্দেহ দুইটিই সমান প্রয়োজনীয়;—কার্য্যের প্রাণ বিশ্বাস, চিন্তার প্রাণ সন্দেহ; সুতরাং চিন্তাশীল কার্য্যক্ষম লোকের পক্ষে বিশ্বাস এবং সন্দেহ দুইটিই সমান প্রয়োজনীয়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

বিষ

দরিদ্রের পক্ষে সভা, বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী স্ত্রী, কুশিক্ষিত বিদ্যা, অজীর্ণে ভোজন—এই সকল বিষ-স্বরূপ।

গরুড় পুরাণ – পূ° খণ্ড, ১১৪ অঃ

বীরত্ব

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার,
প্রেতভূমি চিতা-মাঝে।

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

স্বামী বিবেকানন্দ—বীরবাণী

বেদ

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই সকল ব্রহ্মেরই সহজ রূপ।

কূর্ম্মপুরাণ—পূ° ভাগ

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন; অর্থাৎ, বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কাল-বিশেষে, বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভাব্‌বার কথা

বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত সব ধর্ম্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বেদান্তকে ছাড়্‌লে সব ধর্ম্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধর্‌লে সবই ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

ঐ—কথোপকথন

যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব-স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তাহলেই জগতে সাম্য-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্য-স্থাপক দর্শন—বেদান্ত দর্শন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—স্বামী বিবেকানন্দ

বৈরাগ্য

বৈরাগ্য অর্থে সংসারে আসক্তির অভাব।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্ম-কথা

বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

ভস্ম মাখা কৌপীন পরা বৈরাগ্য নহে, স্বার্থ-নাশই প্রকৃত বৈরাগ্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আশাবতীর উপাখ্যান

ব্যাকুলতা

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

ব্যাধি

অন্যের রূপ, ধন, বীরত্ব, কুল, সুখ, সৌভাগ্য ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষ্যা হয়, তাহার ব্যাধি অনন্ত।

মহা° উদ্যোগপর্ব্ব

যথা জীব আমি তথা, কায়া-সহ ছায়া যথা,
ভ্রমি বনে, প্রান্তর, নগরে।
বিশ্বক্ষেত্র সুবিশাল, চরে জীব পশুপাল,
শুধু মম মৃগয়ার তরে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—মাদক-মঙ্গল

ব্যায়াম

দেহকে দৃঢ় করিবার জন্য এবং দেহের বলবৃদ্ধির জন্য যে শারীর চেষ্টা, তাহাকে ব্যায়াম বলে।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান

ব্রহ্ম

যে-বস্তুর লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তু লাভের আর প্রত্যাশা থাকে না, যে-সুখে সুখী হইলে আর কোনপ্রকার সুখেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে-জ্ঞান হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর

আবশ্যকতা থাকে না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

শঙ্করাচার্য্য—আত্মবোধ

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা-শক্তি, অগ্নি বল্লেই দাহিকা-শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা-শক্তি বল্লেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত— ৩য় ভাগ

যাহা নাই, তাহাই আছে, এইরূপে যাঁহাকে লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যাঁহার বিষয় বলিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে লোকে সমর্থ হয় না, এইরূপে যাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানে সক্ষম হওয়া যায় না, তিনিই ব্রহ্ম।

অগ্নিপুরাণ—১৬৫ অঃ

এই সমুদয় জগৎই ব্রহ্মময়। পরমেশ্বর অনেক মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

কূর্ম্মপুরাণ—পূ° ভাগ, ৪ অঃ

সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্ম-বস্তু আজ পর্য্যন্তও উচ্ছিষ্ট হন নাই। বেদ পুরাণ

ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু, তা কেউ মুখে বল্‌তে পারে নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

ব্রহ্ম ও শক্তিতে অভেদ; ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে, আর যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করেন, তখন তাঁহার শক্তির কাজ বলে।

ঐ

শ্রুতি বলিয়াছেন—'বাক্য যাঁহাকে বলিতে পারে না, যিনি বাক্যকে বলাইতেছেন; মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, যিনি মনকে চিন্তা করাইতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম।'

নীলকান্ত গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

ব্রহ্মচর্য্য

প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষা-সমস্যা

ব্রহ্মজ্ঞান

বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

ব্রহ্মনিষ্ঠা

ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

ব্রত

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া সংযত চিত্তে কঠোর নিয়ম পালন করার নাম ব্রত।

চন্দ্রনাথ বসু—ব্রহ্মচর্য্য

শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-পালনের নামই ব্রত। ইহাই মহাতপস্যা।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১২৮ অঃ

ব্রাহ্মণ

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা



ভক্ত

ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

ভক্তের সাধ যে, চিনি খায়, চিনি হ'তে ভালবাসে না।

ঐ—ঐ

যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম-কর্ম্মী—সেই ভক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

ভক্তির বিচ্ছেদ কভু ভক্ত-হৃদে নয়।
ভক্তিতে জীবিত থাকে ভক্ত মহাশয়॥

চৈতন্য-গীত—৩ অঃ

ভক্তি বুঝিতে হইলে ভক্তকে বুঝিতে হয়, ভক্তের আত্ম-নিবেদনের মহিমার অনুধাবন করিতে হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামানুজ-চরিত

ভক্তি

ভক্তিই সর্ব্ব সাধনের সার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

ঐ—ঐ

জ্ঞান সদর মহল পর্য্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

ভক্তিই সার, তাঁকে ভালবাস্‌লে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে।

ঐ—ঐ

কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম-গুণ-গান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

ঐ—ঐ

ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন, তার দাসী।

রামপ্রসাদ সেন

ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম ভক্তি।

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র—১ অঃ

যে ভক্তি কোন হেতু বা কারণ অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয় না, যে ভক্তি কার্য্য বা বিকার পদার্থ

নহে, যে ভক্তি নিত্য সামগ্রী, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি।

ভূত ও শক্তি

ভক্তি—জ্ঞানের হেতু; ভক্তি মুক্তিদায়িনী। ভক্তিহীন হইয়া যে কিছু সৎকার্য্য করা যায়, তৎসমস্ত না করার তুল্য।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, ৭ অঃ

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, স্ব-স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি বলিয়া পরিগণিত।

শঙ্করাচার্য্য—বি° চূড়ামণি

কোটি জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে।
ভক্তি বিনে কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে॥

বৃন্দাবন দাস—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড

ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হইয়া যায় এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে।

না° ভক্তিসূত্র

ভক্তিই বিষ্ণু-পাদোদকী গঙ্গা, ভক্তিই ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ ভস্মাবশেষ জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণকারিণী।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—ভক্তি ও ভক্ত

সমুৎকণ্ঠা

আপনার অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত যে গুরুতর লোভ, তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ৩ লহরী

সরলতা

সরলতাকে ধর্ম্ম এবং কপটতাচরণকে অধর্ম্ম বলা যায়, যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার ধর্ম্ম লাভ হয়।

মহা° অনুশাসন, ১৪২ অঃ

সহ্য

সহ্য-গুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটা—শ, ষ, স।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

সাকার

সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার,
সোণা ফেলি' কেবল আঁচলে গিরা সার।

ভারতচন্দ্র রায়

ভক্তের জন্য তিনি সাকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গীতা

সাধনা

মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

সাধু

যে মানব সম্মানে হৃষ্ট হয় না, অপমানে কোপ করে না, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশ বাক্য বলে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু।

গরুড় পুরাণ—পূ: খণ্ড, ১১৩ অ:

সাধু-সঙ্গ

সাধু-সঙ্গ কেমন জান?—যেমন চাল-ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে, তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায়, তাহলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসার-মদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের নেশা কাটবার একমাত্র উপায় সাধু-সঙ্গ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

সামাজিকতা

যে শক্তির প্রভাবে সমাজান্তর্গত পরিবারসমূহ পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে এক প্রকৃতিক এবং একাকার হইয়া যায়, তাহার নাম সামাজিকতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

সাম্য

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্য-নীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাম্য

জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

মুখে যিনিই যাহা বলুন, সামান্যতঃ মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব এক পক্ষে সাম্য-ধর্ম্ম-পালন, পক্ষান্তরে অন্য মানুষ-অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই দুইএর সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে না।

ঐ—ঐ

সাহিত্য

রস-রচনার নাম সাহিত্য!

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—পিতা-পুত্র

সাহিত্য মানব-হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য-সম্মিলন

সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।

চিত্তরঞ্জন দাশ—অভিভাষণ

সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিদ্যাপতি ও জয়দেব

শব্দ-শক্তির সহিত চিন্তা-শক্তির সংযোগকেই সাহিত্য বলি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য-মঙ্গল

যাহা সত্য ও সুন্দর, সাহিত্য তাহার রত্নাকর। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাহিত্য-পরিষদ

সার্থক জীবনের সার্থক অভিব্যক্তিই সাহিত্য।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বঙ্গবাণী

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে-সময়ে যে-ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই

সময়ের সাহিত্যও সেই ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিত রহে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—নাটক

বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের তাৎপর্য্য

সাহিত্য শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে; কিন্তু কিসের সহিত? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—অভিভাষণ

সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধনসূত্র—প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা

কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নূতন করিয়া বলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য

সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়।

ঐ—সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য

মানব-জীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি, ধর্ম্মের তথায় অধিকার ; সাহিত্যে মানব-জীবনের স্ফূর্ত্তি, অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকার-বহির্ভূত নহে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্ম-কথা

অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানব-জীবনের সমালোচনা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছেলে ভুলানো ছড়া

যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

ঐ—সাহিত্য-সমালোচনা

সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

ঐ—সাহিত্যের সামগ্রী

মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের সামগ্রী

সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের হেতু।

ঐ—সাহিত্য-সম্মিলন

সাহিত্য তাহাকেই বলি, যাহা সংহতির চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে—সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল অবস্থার ও সকল প্রকারের নর-নারীকে ভাব-মুগ্ধ করিতে পারে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—ভাষার ধর্ম্ম

সদ্ভাবের বা ভাবের সপ্রকাশ শরীরই এক কথায় সাহিত্য। চিন্তা-প্রবাহের প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকেই সাহিত্য বলি। চিত্তের ক্রিয়ার ও প্রতি-ক্রিয়ার বাক্য-চিত্রই সাহিত্য। সাহিত্য অন্তঃ-প্রকৃতির বহিঃস্ফুরণ ও বহিঃপ্রকৃতির পুনঃ মুদ্রণ। স্বভাবের ও ভাবের সুনির্ম্মিত শব্দ-শরীরই সাহিত্য।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য

সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

আশুতোষ চৌধুরী—সভাপতির অভিভাষণ

সিদ্ধপুরুষ

যাঁহারা সাধনা-গুণে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ-পুরুষ।

শিবনাথ শাস্ত্রী—সাধুদের সাক্ষ্য

সুখ

যাহা জীবনের অনুকূল, তাহারই নাম সুখ; যাহা জীবনের প্রতিকূল, তাহারই নাম দুঃখ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কর্ম্ম-কথা

সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।

ঐ—কমলাকান্তের দপ্তর

এমন চঞ্চল কেন সুখ,
নদী-বুকে যেন ক্ষুদ্র ঢেউ;
ব্যাকুল লুকাতে সদা মুখ—
ধরার সে নহে যেন কেউ।

অক্ষয়কুমার বড়াল—ভুল

আপনার কল্পনার রেখায় অবস্থাবিশেষের চিত্র করিয়া লোকে সুখ অনুভব করিতে চায়, কিন্তু ললাটে জল-তিলকের ন্যায় ক্ষণ-বিলম্বেই সেই সুখের সরল রেখা শুকাইয়া যায়।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ—শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি

বিধাতার বিচিত্র নিয়ম—
অমিশ্রিত সুখ নাহি ধরাতলে।
দেখ মনে ভেবে—
আলোকের সনে ফিরে ছায়া,
কণ্টক মৃণালে,
গঙ্গাজলে মকর কুম্ভীর বসে,
কীট কাটে কোমল কুসুম,
বার্দ্ধক্য যৌবন-পরিণাম;
দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত এ ধরাধাম,
কণ্টক-বর্জ্জিত সুখ নাহি কভু তায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধদেব

আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

সুনাম

এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যার আছে, সেই ধন্য।—সুনাম। রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী-অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্-অপেক্ষাও পূজ্য হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রফুল্ল

সৃষ্টি

যেমন কালের আদি নাই, তদ্রূপ সৃষ্টিরও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দুইটি রেখার মত—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

সৌন্দর্য্য

বৈচিত্র্যে সাম্য-সংযোগেই সৌন্দর্য্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

সৌন্দর্য্য-পিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা

অঙ্গসকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্য বলে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—দ° ১ লহরী

সৌন্দর্য্য-তৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংস-নীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প

সৌন্দর্য্য সত্যের বহুধা বিকাশমাত্র। সত্য এক, সৌন্দর্য্য বহুবিধ। সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যে জগৎ-সংসার। সৌন্দর্য্য বহুবিধ, যাবতীয় সৌন্দর্য্যে সত্য নিহিত, যেহেতু সৌন্দর্য্য সত্যেরই সম্প্রসারণ। সত্য হইতেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য-মঙ্গল

স্ত্রী

অভিলষিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যেকটিই পরম প্রীতি-জনক। স্ত্রী-শরীরে এই পাঁচটিই একত্র বিদ্যমান, সেই হেতু স্ত্রীই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিদায়িনী, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

চ° সংহিতা—চিকিৎসাস্থান

মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার !
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার !—
তোমায় দেখি অনিবার !
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌-গে এ বসুমতী যার খুসী তার !

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—সারদামঙ্গল

স্ত্রীজাতি

স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখর

আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব, স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল।

ঐ—প্রাচীনা এবং নবীনা

স্থৈর্য্য

কার্য্য বিঘ্নাকুল হইলেও তাহা হইতে বিচলিত না হওয়ার নাম স্থৈর্য্য।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ২ লহরী

স্নেহ

এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনী

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা।

ঐ—ভালবাসার অত্যাচার

স্বর্গ

স্বর্গে যদি বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকে, তাহা নরক বলি; আর অকূল নরকে যদি এক-হৃদয়ত্ব থাকে, তাহা স্বর্গ-তুল্য জ্ঞান করি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

স্বদেশ-প্রীতি

সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

স্তাবক

স্তাবক অতি ভয়ানক শত্রু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

স্বাতন্ত্রিকতা

যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সুখ-দুঃখ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারপূর্ব্বক পরস্পর পৃথকভূত থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজ-বিধির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তাহার নাম স্বাতন্ত্রিকতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

স্বার্থ

স্বার্থই স্বার্থ-ত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থ-রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।

স্বামী বিবেকানন্দ—বর্ত্তমান ভারত

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ

স্বাধীন

যে রাজ্য পরজাতি-পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ

সেই স্বাধীন, সেই প্রধান, যিনি ত্যাগী, সংসার-বিরাগী, ইন্দ্রিয়জয়ী ও শান্তিপ্রয়াসী।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে বিবেকানন্দ

পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।

নবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী উপাখ্যান

চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী

স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতা নহে। ঈশ্বরের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আশাবতীর উপাখ্যান

স্বাস্থ্য

ধর্ম্ম অর্থ কামনা ও মোক্ষের পক্ষে স্বাস্থ্যই মূল।

চ° সংহিতা—সূত্রস্থান

স্বেচ্ছাচার

যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাম্য

স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন নহে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবচন-সংগ্রহ

স্মৃতি

মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণকান্তের উইল

যে কোন প্রকারে মনের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকে স্মৃতি কহে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ২ লহরী

হ

হতাশ

সবে মত্ত আপনায়
জানাতে জগতি-তলে।
হতাশ (ই) কেবল চায়
লুকাতে নয়ন-জলে।

অক্ষয়কুমার বড়াল—ভুল

হাসি

হাসি সুখের রমণী; সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ।

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ

একবার না কাঁদিলে যথার্থ হাসি হইতে পারে না। অমাবস্থার অন্ধকারে না পড়িলে পূর্ণিমার আলোক ও শোভা বুঝিবে না।

কেশবচন্দ্র সেন—জীবনবেদ

হিংসা

বৈধ হিংসা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বৃহন্নীল তন্ত্র

এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই।

মহা° শান্তিপর্ব্ব—আপদ্ধর্ম্ম

হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

হিন্দু

আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাজসিংহ

হিন্দুত্ব

স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না

স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানব-সমাজকে নিরীক্ষণ করা—ইহাই হিন্দুত্ব।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

হিন্দুত্বের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী, হিন্দুর দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই, দুই নহে। একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত।

ঐ—ঐ

ক্ষ

ক্ষণভঙ্গুর

মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, বেশ্যার অনুরাগ ও খলের প্রণয় জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১১৫ অঃ

ক্ষমা

ক্ষমা অতি উচ্চ শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই

ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিবেকানন্দ

ক্ষমা-দ্বারা সকলেই বশ হয়, ক্ষমা-দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত না হয়? ক্ষমা শক্তিহীন ব্যক্তির গুণ; শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরও ক্ষমাই ভূষণ।

মহা° বনপর্ব্ব

ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ১১৪ অঃ

ক্ষান্তি

ক্ষোভের কারণ উপস্থিত সত্ত্বেও যে তাহাতে অক্ষুভিত চিত্তত্তা তাহার নাম ক্ষান্তি।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূ° ৩ লহরী

শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

যাহাতে কার্য্য কারণ বোধ হয়, রুচি মার্জিত হয়, মন প্রশস্ত হয়, সৌন্দর্য্য-উপভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম প্রকৃত শিক্ষা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

স্বর্ণধাতুকে পিটিয়া-গড়িয়া প্রস্তুত করিলে তবে স্বর্ণের অলঙ্কার হয়; তেমনই মনুষ্য-জন্ম মনুষ্যত্বের ধাতু বটে, সেই ধাতুকে গড়িয়া-পিটিয়া লইলে তবে মনুষ্যত্ব হয়। মনুষ্যত্বের এই গড়ন-পিটনের নামই শিক্ষা।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা

শিষ্ট

যাঁহারা কাম ক্রোধ দম্ভ লোভ ও কপটতা-প্রসক্তিকে বশীভূত করিয়া 'ইহা ধর্ম্ম' এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্টগণের সম্মত শিষ্ট লোক।

মহা° বনপর্ব্ব—২০৬।৩২

শৃঙ্খলা

সাম্য-বৈষম্যের একত্র মিলনে—সৌন্দর্য্য। বৈষম্যের ভিতরে সাম্য থাকিলে, তাহাকে শৃঙ্খলা বলে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

শোক

ইষ্টক্ষয়াদি-দ্বারা মনের বৈক্লব্যকে শোক কহে।

অগ্নিপুরাণ—৩৩৯ অঃ

শোক নামক পদার্থটি আশারই বিপরীত অবস্থাবিশেষ। ইহার আবির্ভাবের কারণও আশার আলম্বন নাশ।

শশধর তর্কচূড়ামণি—ধর্ম্মব্যাখ্যা

শোভা

শোভা দুই প্রকার—বাহ্য শোভা ও অন্তঃ-শোভা। বাহ্য শোভা রূপে, অন্তঃ শোভা গুণে।

নীলকান্ত গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা

শৌচ

ভাবশুদ্ধিই পরম শৌচ।

পদ্মপুরাণ—ভূ° খণ্ড, ৬৬ অঃ

শ্মশান

অর্থের গৌরব বৃথা হেথা ! এ সদনে
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে ;—
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে !
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি ।—
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি'।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে ; আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি ।

মধুসূদন দত্ত—চ° কবিতাবলী

শূন্যময় নিস্তব্ধ প্রান্তরে,
তটিনীর তটের উপরে,
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
পড়িয়ে রয়েছ তুমি,
অভাগার নয়ন-গোচরে ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—কবিতা ও সঙ্গীত

শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান । স্বর্গ কি, তাহা জানি না, কখন

দেখি নাই, কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম

শ্রদ্ধা

বেদ ও গুরুবাক্যে ভক্তিকে শ্রদ্ধা কহে।

শঙ্করাচার্য্য—আত্মবোধ

একমাত্র শ্রদ্ধাই সমুদয় ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের আধার এবং শ্রদ্ধাই প্রতিষ্ঠা; বস্তুতঃ বুধগণ শ্রদ্ধাকেই ধর্ম্ম :বলিয়া থাকেন।

দেবীপুরাণ—১২৭ অঃ

শ্রুতি

যাহা হইতে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি-প্রমাণ না মানিলে আর জ্ঞান-লাভের উপায় নাই।

শঙ্করাচার্য্য—অপরোক্ষানুভূতি

স

সংজ্ঞা

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবশতঃ একেরই অনেক প্রকার সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

চ° সংহিতা, সূত্রস্থান—৪ অঃ

সংযম

সংযমেই মহত্ত্ব, সংযমেই স্বাধীনতা, সংযমেই আনন্দ।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মত্ততা-সুখ

সংশয়

অনবধারণ জ্ঞানের নাম সংশয়।

কালীবর বেদান্তবাগীশ—ন্যায়দর্শন

সন্দিগ্ধ বিষয়ে অনিশ্চয়ের নাম সংশয়।

চ° সংহিতা, বিমানস্থান—৮ অঃ

সংসার

এ সংসার ধোঁকার টাটি।

রামপ্রসাদ সেন

সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম।

অরবিন্দ ঘোষ—গীতা

সংসার কেমন? যেমনই আমড়া—শস্তের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

সংসার বৈচিত্র্যের আধারভূমি। এই সুখ-দুঃখ জড়িত, আলোক-অন্ধকার ঘেরা, পাপ-পুণ্যে ভরা, জীবের জনন-মরণাত্মক মর্ত্ত্যভূমির নাম সংসার।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

বল রে সংসার বল একবার
সত্য কি হৃদয়ে নাহি তব প্রাণ!
বসুধা-বিস্তৃত হৃদয়-জগতে
নিরখি কি শুধু মমতার ভাণ!
সত্যরূপা ওই প্রকৃতির মাঝে
করিছ কি নিত্য মিথ্যা-অভিনয়?
ঝরিছে যে সুধা অধরে নয়নে
সে কি রে কেবলি প্রতারণাময়!

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সংসার

মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার। যাহাতে একভাবে থাকিবার উপায় নাই,—একভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাকে সংসার বলে।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

সংস্কার

সংস্কার শব্দে মেরামত—কোন জায়গা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওয়ার নাম সংস্কার। বিপ্লব শব্দে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সমাজের পরিবর্ত্তকর রূপ

সংস্থান

যে সকল অবস্থা-বিশেষে নায়ক-নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে রস-বিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি। ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার বা নাটককার কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থ-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ১২৮১

সঙ্গীত

স্বর-বিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গীত

সচেতন

জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অবস্থা ও ব্যবস্থা

সতী

সতীরা যে লোকে যায়
পদ্মফুল ফোটে তায়;
সতী-পদ-পরশনে
জ্যোতি ওঠে ত্রিভুবনে;
অকলঙ্ক রূপরাশি,
অমায়িক মুখে হাসি,
কি এক পদার্থ আহা!
পশুরা জানে না তাহা।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—সাধের আসন

সতীত্ব

সতীত্ব একটি বিন্দু নহে, একটি রেখা নহে, সতীত্ব একটি বিশ্বগোলক ; বিন্দু উহার কেন্দ্র বটে, কিন্তু বিন্দুকে পরিধি করিও না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সমালোচনা

সতীত্ব সোণার নিধি বিধি-দত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ

সত্য

নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্য মূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শঙ্করাচার্য্য

যাহা চিরকাল আছে ও যাহা চিরকাল থাকিবে, তাহাই সত্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সত্য

দেশ-কালের আবরণে যে জ্ঞান আবৃত হয় না, দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে যে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশ-কালের ভ্রূ-ভঙ্গে যাহা ভীত ও চঞ্চল হয় না,

যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, যাহা সদা স্থির—অব্যভি-চারী, তাহার নাম সত্য-জ্ঞান।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ

সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপ-হ্রদে;
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভু-মাহাত্ম্য।

হরিনাথ মজুমদার—অক্রূর-সংবাদ

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্যই প্রজা-সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্যে লোকসমূহ বিবৃত রহিয়াছে, সত্য-দ্বারা লোক স্বর্গে গমন করে।

মহা° শান্তিপর্ব্ব

সত্য বাক্য জ্যোতিঃস্বরূপ।

চ° সংহিতা, শারীরস্থান

সত্যই দেবভোগ্য অমৃত। সত্যের দ্বারা যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনিই জীবিত। মানব-জীবনের মহত্ত্ব-সাধন-বিষয়ে এই একটি প্রধান স্মরণীয় বিষয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী—মানব-জীবন

সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট

ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ

যাহা সত্য এবং প্রিয় তাহাই বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় হইলেও মিথ্যা বলিবে না, এই সনাতন ধর্ম্ম।

মনু—৪।১৩৮

যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ বলার নাম সত্য।

কূর্ম্মপুরাণ—উ° ভাগ, ১৫ অঃ

আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্য-সম পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥

কাশীরাম দাস—মহা° আদিপর্ব্ব

সহস্র প্রতিবাদেও সত্যের অপলাপ বা অসত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না এবং 'মন মুখ এক করাই' সত্য-লাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে পারি।

স্বামী সারদানন্দ—'বর্ত্তমান ভারতে'র ভূমিকা

সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা এবং সত্যই সকল বিষয়ের মূল। অতএব সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই।

মহানির্ব্বাণ—৪।৭৭

একমাত্র অস্ত্র সত্য মোহের সংহারে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ভীষ্ম

সত্য দুই প্রকার: (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ-শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায়-দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভাব্‌বার কথা

সন্তাপ

সন্তাপে রূপ যায়, সন্তাপে বল যায়, সন্তাপে জ্ঞান যায়, সন্তাপে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়।

মহা° উদ্যোগপর্ব্ব

সন্তোষ

অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদেশের কৃষক

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়। পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন। পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।

মহা° বনপর্ব্ব

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত হইবেন। সন্তোষই সুখের মূল; অসন্তোষ দুঃখের কারণ।

মনু—৪।১২

সন্তোষই পরম মঙ্গল, সন্তোষকেই স্বর্গ বলা হয়; সন্তুষ্ট ব্যক্তি পরম বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যোগ° রামায়ণ—মু° বা° প্রকরণ, ১৫ সর্গ

সন্ন্যাসী

বাসনার তাড়না যিনি অনুভব করিয়া বাসনা-দমনের চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ধর্ম্ম

'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।

স্বামী বিবেকানন্দ—কথোপকথন

সভ্যতা

বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ভারতবর্ষীয় সমাজ

যেমন একটি জীবন্ত সুস্থ জীব-দেহের কোন অঙ্গ-বিশেষে কোন দারুণ আঘাত লাগিলে সমস্ত শরীর বেদনা বোধ করে, সেইরূপ এই সমস্ত মনুষ্য-সমাজের নানা অবয়ব-মধ্যে দিন দিন এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইতেছে যে, কোন একদেশে কোনরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, তাহার ফলাফল সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম সভ্যতা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সাধারণী

সমবেদনা

পরের ব্যথা বুকে নিয়ে
বুকের ব্যথা যায় সরে ?

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—জেলদার

কি যাতনা যে বিষে, বুঝিবে সে কিসে ?
কভু আশি বিষে দংশেনি যারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক

সমষ্টি

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ—বর্ত্তমান ভারত

সমাজ

সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড-প্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ।

সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ—সামাজিক অত্যাচার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাহুবল ও বাক্যবল

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব—এইরূপ বিশ্বাসে যে অতি-বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নাম সমাজ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সনাতনী

সমাজ হইতেই সাধারণত সকলেই শিক্ষা করে। সমাজ মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে, গুরুগিরি করিয়া থাকে।

ঐ—পিতা-পুত্র

সমাজের সহায়তা ব্যতীত মানুষ নিরাশ্রয়। সমাজই মানুষকে মানুষ করে, তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

দেবেন্দ্রবিজয় বসু—সমাজ ও তাহার আদর্শ

সমাজ-ধর্ম্মই মানুষকে উত্তরোত্তর সভ্যপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি হইয়া পড়ে; তখন তাহার সকল উন্নতিই ফুরাইয়া যায়।

শশধর রায়—সভ্যতা

সমাজ মনুষ্যের সম্মিলন-জাত। সুতরাং অন্তঃ-সম্মিলন যত দৃঢ় হইবে, সমাজ ততই সবল হইবে এবং উহার ক্রিয়া-শক্তিও ততই বাড়িবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ

রাজশক্তি গেলেই সমাজ যায় না—আর সমাজ থাকিলেই রাজশক্তি-লাভের আশা এবং সম্ভাবনা থাকে। সমাজ-লোপের সহিত ধর্ম্মের লোপ, ভাষার লোপ এবং জাতিরও লোপ হয়।

ঐ—ঐ

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

সমাজই মনুষ্য-জীবনের ক্ষেত্র-স্বরূপ। সমাজের গতি-অনুসারে, ভাব ও অভাবের পরিণতি-অনুসারে, এক এক নর বা নারী এক এক ভাবে ফুটিয়া উঠেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবন-চরিতের মূলসূত্র

সমাজ-বিপ্লব

সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্ম-পীড়ন-মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ

সমাধি

সংলক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি।

শঙ্করাচার্য্য—আত্মবোধ

ধ্যান করিতে করিতে যখন সর্ব্বত্র ধ্যেয় পদার্থ দৃষ্ট হইবে, জগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীত হইবে, কোনরূপ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না, তাদৃশ অবস্থাকেই সমাধি বলা যায়।

গরুড় পুরাণ—পূ° খণ্ড, ২৪০ অঃ

সমালোচক

সমালোচক সাহিত্য-রাজ্যের শাসক, বিচারক এবং বিধি-প্রবর্ত্তক।

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী—সমালোচনা

সমালোচনা

সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনের নামান্তর মাত্র। জ্ঞানমাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃ-নিহিত।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সমালোচনা-সোপান

বিষয়ানুক্রম

[অকারাদি-ক্রমে]

গুরু
গোঁড়ামি
গ্রন্থ
গ্রন্থকার

চ

চক্ষু
চতুর
চরিত্র
চাপল
চিত্তশুদ্ধি
চিন্তা
চেষ্টা

ছ

ছন্দ

জ

জগৎ
জপ
জায়া
জীবন
জীবনী
জ্ঞান
জ্ঞেয়

ত

তন্ত্র
তন্ময়ত্ব
তপস্যা
তর্পণ
তিতিক্ষা
তীর্থস্থান
তুমি
ত্যাগ

দ

দয়া
দরিদ্র
দক্ষ
দাতা
দান
দাস্ত

ন্যায়শাস্ত্র
ন্যায়ানুগামিতা

প

পথ্য
পদার্থ
পরকীয়া
পরবশতা
পরমহংস
পরোপকার
পাঁচালী
পাতিব্রত্য
পাপ
পাপাচারী
পিতা
পিরীতি
পুরাণ
পুরুষ
পুরুষকার
পুরুষার্থ
পৌত্তলিকতা
প্রকৃতি
প্রণয়
প্রতাপী
প্রতিধ্বনি
প্রতিভা
প্রত্নবিদ্যা
প্রত্যক্ষ
প্রমাণ
প্রাণ
প্রাতঃস্মরণীয়
প্রার্থনা
প্রীতি
প্রেম
প্রেমিক

ব

বশ্যতা
বাগর্থ
বাধ্যতা

বারনারী
বাস্তব
বাহুবল
বিকাশ
বিঘ্ন
বিচার
বিচ্ছেদ
বিদ্যা
বিধবা
বিপদ
বিপ্লব
বিবাহ
বিবেক
বিরক্তি
বিলাসিতা
বিশুদ্ধ
বিশ্ব-সংসার
বিশ্বাস
বিষ
বীরত্ব
বেদ
বেদান্তদর্শন
বৈরাগ্য
ব্যাকুলতা
ব্যাধি
ব্যায়াম
ব্রত
ব্রহ্ম
ব্রহ্মচর্য্য
ব্রহ্মজ্ঞান
ব্রহ্মনিষ্ঠা
ব্রাহ্মণ

ভ

ভক্ত
ভক্তি
ভণ্ড
ভণ্ডামি
ভয়

সচেতন	সাধনা
সতী	সাধু
সতীত্ব	সাধু-সঙ্গ
সত্য	সামাজিকতা
সন্তাপ	সাম্য
সন্তোষ	সাহিত্য
সন্ন্যাসী	সিদ্ধপুরুষ
সভ্যতা	সুখ
সমবেদনা	সুনাম
সমষ্টি	সৃষ্টি
সমাজ	সৌন্দর্য্য
সমাজ-বিপ্লব	স্তাবক
সমাধি	স্ত্রী
সমালোচক	স্ত্রীজাতি
সমালোচনা	স্থৈর্য্য
সমুৎকণ্ঠা	স্নেহ
সরলতা	স্বদেশ-প্রীতি
সহ্য	স্বর্গ
সাকার	স্বাতন্ত্রিকতা

স্বাধীন
স্বার্থ
স্বাস্থ্য
স্বেচ্ছাচার
স্মৃতি

হ

হতাশ
হাসি
হিংসা
হিন্দু
হিন্দুত্ব

ক্ষ

ক্ষণভঙ্গুর
ক্ষমা
ক্ষান্তি
